রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০২৫ সনের ১ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জানুয়ারি ২, ২০২৫

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১—২৩
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১—১৯
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১—৪
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধঃস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১—২৪
৭ম	খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধঃস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	১—২
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	নাই
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
শুল্ক-১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ১১ অগ্রহায়ণ ১৪৩১/২৬ নভেম্বর ২০২৪

নং ০৮.০০.০০০০.০৩৮.৬৫.০২৬.১৬-১২৬—যেহেতু, জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান খান, রাজস্ব কর্মকর্তা, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পূর্ব) ঢাকা (প্রাক্তন-রাজস্ব কর্মকর্তা, কাস্টম হাউস, মোংলা) ইতঃপূর্বে ০৯ এপ্রিল ২০১৮ হতে ০১ অক্টোবর ২০২০ সময়কালে কাস্টম হাউস, মোংলায় রাজস্ব কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন পেট্রোল হার্বার বোট 'এম.ভি. অপরাজিতা' এর ভারপ্রাপ্ত মাস্টার এর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জলযানটি ড্রাই ডকিং করে মেরামতের জন্য খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড কর্তৃক দাখিলকৃত ব্যয় অনুমোদন এবং পরবর্তীতে কার্যাদেশ প্রদানের প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। যথাযথ কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক অনুমোদন ও ব্যয় মঞ্জুরি ব্যতীত ১,০৩,৫০,০০০/- (এক কোটি তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার কার্যাদেশের প্রস্তাব উপস্থাপন করে তিনি আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ ও আর্থিক ক্ষমতা পুনঃ অর্পণ আদেশ এবং পিপিআর ২০০৮ লঙ্ঘন করেন;

২। যেহেতু, উক্তরূপ কর্মকাণ্ডের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণ' এর অভিযোগে অভিযুক্ত করে জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান খান এর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা-০৪/২০২৪ রুজুপূর্বক যথাক্রমে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারি করা হয়;

৩। যেহেতু, তিনি যথাসময়ে অভিযোগনামার জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন;

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

৪। যেহেতু, ১৫ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানিতে তিনি জানান খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড সরকারি প্রতিষ্ঠান, তাই সরাসরি কার্যাদেশ প্রদানে PPR অনুযায়ী কোন বাঁধা নেই সরল বিশ্বাসে তিনি জাহাজটি মেরামতের উক্ত নথিটি উপস্থাপন করেন। পিপিআর বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও পূর্ব অভিজ্ঞতার অভাবে সরল বিশ্বাসে সম্পাদিত অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য তিনি অনুতপ্ত, লজ্জিত, ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। ভবিষ্যতে সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে দায়িত্ব পালন করার অঙ্গীকার করেছেন। পদ্ধতিগত ত্রুটি হলেও রাষ্ট্রের আর্থিক কোন ক্ষতি হয়নি। তাঁর অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিকে মানবিক দৃষ্টিতে বিবেচনা করে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মার্জনাপূর্বক আনীত অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদানের জন্য অনুরোধ করেছেন;

৫। যেহেতু, জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান খান তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের বিপরীতে উপযুক্ত তথ্য/উপাত্ত/প্রমাণক দাখিল করেন এবং সংকটজনক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষায় আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ ও আর্থিক ক্ষমতা পুনঃ অর্পণ আদেশ কিছুটা ব্যত্যয়ের জন্য তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেন;

৬। যেহেতু, অভিযোগনামা, অভিযোগনামার জবাব, শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য এবং সার্বিক বিষয়াদি পর্যালোচনায় জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান খান এর বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণ এর অভিযোগ গুরুতর নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়;

৭। সেহেতু, জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান খান, রাজস্ব কর্মকর্তা, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পূর্ব), ঢাকা (প্রাক্তন-রাজস্ব কর্মকর্তা, কাস্টম হাউস, মোংলা)-কে ভবিষ্যতে দায়িত্ব পালনে আরও সতর্ক হওয়া এবং সরকারি বিধি-বিধান অনুসরণের পরামর্শ প্রদান করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৭(২)(ক) অনুযায়ী তাঁকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

নং ০৮.০০.০০০০.০৩৮.৬৫.০২৬.১৬-১২৭—যেহেতু, জনাব মোঃ সেলিম রেজা (পরিচিতি নম্বর-৩০০২৬৭), উপ কমিশনার, কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম (প্রাক্তন- উপ কমিশনার, কাস্টম হাউস, মোংলা) ইতঃ পূর্বে ১৫ জুলাই ২০১৮ হতে ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ সময়কালে কাস্টম হাউস, মোংলায় কর্মরত থাকাকালীন উক্ত দপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত পেট্রোল হার্বার বোট 'এম.ভি. অপরাজিতা' নামীয় বোর্টটি ড্রাই ডকিং করে মেরামতের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক অনুমোদন ও ব্যয় মঞ্জুরি ব্যতীত ১,০৩,৫০,০০০/- (এক কোটি তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার কার্যাদেশ প্রদানের প্রস্তাব অগ্রায়ন করে তিনি আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ ও আর্থিক ক্ষমতা পুনঃ অর্পণ আদেশ এবং পিপিআর ২০০৮ লঙ্ঘন করেন;

২। যেহেতু, উক্তরূপ কর্মকাণ্ডের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণ' এর অভিযোগে অভিযুক্ত করে জনাব মোঃ সেলিম রেজা এর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা-০৩/২০২৪ রুজুপূর্বক যথাক্রমে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারি করা হয়;

৩। যেহেতু, তিনি যথাসময়ে অভিযোগনামার জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন;

৪। যেহেতু, ১৫ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানিতে তিনি জানান খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড সরকারি প্রতিষ্ঠান, তাই সরাসরি কার্যাদেশ প্রদানে PPR অনুযায়ী কোন বাঁধা নেই সরল বিশ্বাসে তিনি জাহাজটি মেরামতের উক্ত নথিটি অগ্রায়ন করেন। পিপিআর বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও পূর্ব অভিজ্ঞতার অভাবে সরল বিশ্বাসে সম্পাদিত অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য তিনি অনুতপ্ত, লজ্জিত, ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। ভবিষ্যতে সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে দায়িত্ব পালন করার অঙ্গীকার করেছেন। পদ্ধতিগত ত্রুটি হলেও রাষ্ট্রের আর্থিক কোন ক্ষতি হয়নি। তাঁর অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিকে মানবিক দৃষ্টিতে বিবেচনা করে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মার্জনাপূর্বক আনীত অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদানের জন্য অনুরোধ করেছেন;

৫। যেহেতু, জনাব মোঃ সেলিম রেজা তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের বিপরীতে উপযুক্ত তথ্য/উপাত্ত/প্রমাণক দাখিল করেন এবং সংকটজনক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষায় আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ ও আর্থিক ক্ষমতা পুনঃ অর্পণ আদেশ কিছুটা ব্যত্যয়ের জন্য তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেন;

৬। যেহেতু, অভিযোগনামা, অভিযোগনামার জবাব, শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য এবং সার্বিক বিষয়াদি পর্যালোচনায় জনাব মোঃ সেলিম রেজা এর বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণ এর অভিযোগ গুরুতর নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়;

৭। সেহেতু, জনাব মোঃ সেলিম রেজা (পরিচিতি নম্বর-৩০০২৬৭), উপ কমিশনার, কাস্টমস হাউস, চট্টগ্রাম (প্রাক্তন-উপ কমিশনার, কাস্টম হাউস, মোংলা)-কে ভবিষ্যতে দায়িত্ব পালনে আরও সতর্ক হওয়া এবং সরকারি বিধি-বিধান অনুসরণের পরামর্শ প্রদান করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৭(২)(ক) অনুযায়ী তাঁকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবদুর রহমান খান, এফসিএমএ
সচিব।

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৬ কার্তিক ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১১ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং ০৮.০০.০০০০.০৩৮.৬৫.০২৪.২৪-৭৩৮—জনাব মোঃ আল-আমিন, সহকারী কমিশনার, কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম, বস্ত্র অধিদপ্তরের অধীন শেখ রেহানা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, গোপালগঞ্জ "ফোরম্যান" পদ হতে বি. সি. এস. (শুল্ক ও আবগারি) ক্যাডারে যোগদান করায় বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস রুলস (১ম খণ্ড) এর বিধি-৪২ এবং বিধি-৩০০(বি) অনুযায়ী তাঁর মোট পেনশনযোগ্য চাকরিকাল গণনা ও বেতন নির্ধারণের লক্ষে নিম্নবর্ণিত শর্তে পূর্বতন চাকরির (০৮ নভেম্বর ২০২১ হতে ২৭ এপ্রিল ২০২৪) ধারাবাহিকতা সংরক্ষণ করা হলো:

(ক) পূর্ব পদের চাকরিকাল পেনশনের জন্য গণনার ক্ষেত্রে অসাধারণ ছুটি থাকলে উক্ত অসাধারণ ছুটিকালীন সময় গণনা করা যাবে না;

(খ) বর্তমান পদে পূর্ব পদের চাকরিকাল জ্যেষ্ঠতার জন্য গণনা করা যাবে না।

তারিখ: ১৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৮ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং ০৮.০০.০০০০.০৩৮.২৭.০৩৩.১০-৭৫৫—বি. সি. এস. (শুল্ক ও আবগারি) ক্যাডারের কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ ছালাউদ্দিন রিপন (পরিচিতি নম্বর-৩০০১৩২)-কে ০৯-১০-২০১৭ তারিখ হতে নিম্নবর্ণিত শর্তে যুগ্ম কমিশনার পদে জ্যেষ্ঠতা পুনর্বহালপূর্বক ধারণাগত জ্যেষ্ঠতা প্রদান করা হলো :

শর্ত: উল্লিখিত ধারণাগত জ্যেষ্ঠতা শুধু চাকরির ধারাবাহিকতা, জ্যেষ্ঠতা ও বেতন নির্ধারণের ক্ষেত্রে গণনা করা হবে। এক্ষেত্রে তিনি কোন বকেয়া আর্থিক সুবিধা পাবেন না।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ হুমায়ুন কবীর
উপসচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
পুলিশ-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/০৪ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.১২.০৬৭.২৩-৪৭৫—বিসিএস (পুলিশ) ক্যাডারের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণকে তাদের নামের পার্শ্বে বর্ণিত তারিখ হতে ধারণাগত জ্যেষ্ঠতা প্রদান করা হলো।

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম, বিপি ও পদবি	অতিরিক্ত ডিআইজি পদে জ্যেষ্ঠতা প্রদানের তারিখ
১.	জনাব আলি আকবর খান (বিপি-৬৭৯৫১০৮১৭৩) অতিরিক্ত ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ	১০-১-২০১৩
২.	জনাব মোঃ আবদুল্লাহ আল-মামুন (বিপি-৬৮৯৫০৯৩৪২৫) অতিরিক্ত ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ	১০-১-২০১৩
৩.	জনাব শেখ মোঃ মিজানুর রহমান (বিপি-৬৬৯৫০৩৬৩১৪) অতিরিক্ত ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ	৭-৪-২০১৫
৪.	জনাব শাহ্ আবু সালেহ্ মোঃ গোলাম মাহ্মুদ (বিপি-৬৬৯৫০০৯২০৭) অতিরিক্ত ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ	৭-৪-২০১৫
৫.	জনাব মোঃ নজমুল হোসেন (বিপি-৬৭৯৯০০৭৯৩০) অতিরিক্ত ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ	১৮-৮-২০১৯
৬.	জনাব মোঃ আশিক সাঈদ (বিপি-৭৫০১০৫০৩৭২) অতিরিক্ত ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ	১৮-৮-২০১৯
৭.	ড. মোঃ আল-মামুনুল আনছারী (বিপি-৭২০১০২০৮৯৩) অতিরিক্ত ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ	১৮-৮-২০১৯

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম, বিপি ও পদবি	অতিরিক্ত ডিআইজি পদে জ্যেষ্ঠতা প্রদানের তারিখ
৮.	জনাব মোহাম্মদ আবদুল মাবুদ (বিপি-৭৩০১০০৮২২৬) অতিরিক্ত ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ	১৮-৮-২০১৯
৯.	জনাব মোহাম্মদ ফয়েজুল কবির (বিপি-৭৪০১০২০৮৮৫) অতিরিক্ত ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ	২৮-১০-২০১৯
১০.	জনাব মুঃ মাহবুবুর রশীদ (বিপি-৭১০১১২২৭১৯) অতিরিক্ত ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ	২৮-১০-২০১৯
১১.	জনাব মোহাম্মদ শামসুল হক (বিপি-৭২০১০৫২২৩৯) অতিরিক্ত ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ	১৩-১-২০২১
১২.	জনাব মোহাম্মদ জাহিদুল হাসান (বিপি-৭৬০১০০৮১৮৮) অতিরিক্ত ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ	১৩-১-২০২১
১৩.	জনাব মোহাম্মদ ওসমান গণি, পিপিএম (বিপি-৬৯০১০২০৮৯৫) অতিরিক্ত ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ	১৩-১-২০২১
১৪.	জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির (বিপি-৭৩০১০০৬৯৯১) অতিরিক্ত ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ	১৩-১-২০২১
১৫.	জনাব এ, আর, এম, আলিফ (বিপি-৭১০১০২০৮৮৭) অতিরিক্ত ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ	২-৫-২০২১
১৬.	জনাব মোহাম্মদ হারুন-অর-রশিদ (বিপি-৭৩০১০৬৮০৯৬) অতিরিক্ত ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ	২-৫-২০২১
১৭.	জনাব মোহাম্মদ রিয়াজুল হক (বিপি-৭২০৩১০৪৫৫৬) অতিরিক্ত ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ	২-৬-২০২২
১৮.	জনাব মোহাম্মদ তাহেরুল হক চৌহান (বিপি-৭৪০৩০৭৪৫২৪) অতিরিক্ত ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ	২-৬-২০২২
১৯.	জনাব মুহাম্মদ মাহাবুবুর রহমান (বিপি-৭৩০৩০২০৮৩৫) অতিরিক্ত ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ	২-৬-২০২২
২০.	জনাব সরদার রোকনউজ্জামান (বিপি-৭১০৩০২০৮৫৬) অতিরিক্ত ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ	২-৬-২০২২
২১.	জনাব মোঃ আবুল কালাম আযাদ (বিপি-৭২০৩০৮১৪৪১) অতিরিক্ত ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ	২-৬-২০২২
২২.	জনাব মোহাম্মদ শরীফ উদ্দিন (বিপি-৭৬০৩০৮১৪৩৯) অতিরিক্ত ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ	২-৬-২০২২
২৩.	জনাব খন্দকার মোঃ শামীম হোসেন (বিপি-৭৫০৩০২৭৮০৬) অতিরিক্ত ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ	২-৬-২০২২
২৪.	জনাব মোঃ আব্দুস সালাম (বিপি-৭৫০৩০২৭৮২০) অতিরিক্ত ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ	২-৬-২০২২
২৫.	জনাব মোঃ আসফিকুজ্জামান আকতার (বিপি-৭৩০৩০২৭৮০৫) অতিরিক্ত ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ	২-৬-২০২২
২৬.	জনাব মো. ছালেহ উদ্দিন (বিপি-৭৪০৩০২৭৮১১) অতিরিক্ত ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ	২-৬-২০২২
২৭.	জনাব মোহাম্মদ জাবেদুর রহমান (বিপি-৭৭০৫১০৪৫৬১) অতিরিক্ত ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ	২-৬-২০২২
২৮.	জনাব মোঃ কুতুব উদ্দিন (বিপি-৭৮০৫১১৬৪৪৩) অতিরিক্ত ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ	৬-১১-২০২৩
২৯.	জনাব মোহাম্মদ সিরাজ আমীন (বিপি-৭৭০৫১০৯৮২১) অতিরিক্ত ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ	৬-১১-২০২৩

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম, বিপি ও পদবি	অতিরিক্ত ডিআইজি পদে জ্যেষ্ঠতা প্রদানের তারিখ
৩০.	জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম (বিপি-৭২০৫১২১৫৫০) অতিরিক্ত ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ	৬-১১-২০২৩
৩১.	জনাব মোঃ নাজিমুল হক (বিপি-৭৮০৫১০৩৩২৪) অতিরিক্ত ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ	৬-১১-২০২৩
৩২.	জনাব রায়হান উদ্দিন খান (বিপি-৭৯০৫১০৩৩৩২) অতিরিক্ত ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ	৬-১১-২০২৩
৩৩.	জনাব সফিজুল ইসলাম (বিপি-৭০৫১০৪৫৪৮) অতিরিক্ত ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ	৬-১১-২০২৩
৩৪.	জনাব ওয়াহিদুল হক চৌধুরী (বিপি-৭৭০৫১০৪৩৮৫) অতিরিক্ত ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ	৬-১১-২০২৩
৩৫.	জনাব মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন (বিপি-৭৬০৫১০৫২৪৮) অতিরিক্ত ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ	৬-১১-২০২৩
৩৬.	জনাব মোহাম্মদ কাউছার সিকদার (বিপি-৮০০৫১১৯৮১৬) অতিরিক্ত ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ	৬-১১-২০২৩
৩৭.	জনাব নাজমুল হাসান, পিপিএম-সেবা (বিপি-৭৬০৫১২১৫৪৬) অতিরিক্ত ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ	৬-১১-২০২৩
৩৮.	জনাব এম, এম সালাহউদ্দীন (বিপি-৭৪০৫১০৮১৯৫) অতিরিক্ত ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ	৬-১১-২০২৩
৩৯.	জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান (বিপি-৭৪০৫১০৫০৭৮) অতিরিক্ত ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ	৬-১১-২০২৩
৪০.	জনাব মোঃ বশির আহমেদ (বিপি-৭২০৫১২১৬৮২) অতিরিক্ত ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ	৬-১১-২০২৩
৪১.	জনাব মোঃ রেজাউল হক খান (বিপি-৭৪০৫১০৭৮২২) অতিরিক্ত ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ	৬-১১-২০২৩
৪২.	জনাব মোঃ শহীদ আবু সরোয়ার (বিপি-৭৪০৫১২১৮৫৬) অতিরিক্ত ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ	৬-১১-২০২৩
৪৩.	জনাব আহম্মদ মুঈদ (বিপি-৭৫০৫১১৪১৪৫) অতিরিক্ত ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ	৬-১১-২০২৩
৪৪.	জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান (বিপি-৭৫০৫১০৮২০৩) অতিরিক্ত ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ	৬-১১-২০২৩
৪৫.	জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন, পিপিএম-সেবা (বিপি-৭৮০৫১১৯৭৩৯) অতিরিক্ত ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ	৬-১১-২০২৩
৪৬.	জনাব মোঃ সারোয়ার জাহান (বিপি-৭৯০৫১১২৯২৫) অতিরিক্ত ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ	৬-১১-২০২৩
৪৭.	জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ (বিপি-৭১০৫১১২৩৭২) অতিরিক্ত ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ	৬-১১-২০২৩

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু সাঈদ
উপসচিব।

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/০৫ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.২৭.০২৬.২১-১৬৭২—যেহেতু, জনাব ইফতেখার মাহমুদ (বিপি-৯১১৯২২৪০২২), সাবেক সহকারী পুলিশ কমিশনার (ডিবি, গুলশান), ডিএমপি, ঢাকা-কে বাড্ডা থানা, ডিএমপির মামলা নং-৪, তারিখ ২০-৮-২০২৪ খ্রি. ধারা-৩০২/১০৯ পেনাল কোড ১৮৬০-এ গত ৩০-৯-২০২৪ তারিখে গ্রেফতার করে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে;

সেহেতু, জনাব মোঃ ইফতেখার মাহমুদকে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৫৭ নং আইন) এর ৩৯ (২) ধারার বিধান অনুযায়ী ৩০-৯-২০২৪ তারিখ থেকে সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো;

সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি চট্টগ্রাম রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়ে সংযুক্ত থাকবেন এবং বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন;

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.২৭.০২৬.২১-১৬৭৩—যেহেতু, জনাব মোঃ জসীম উদ্দীন মোল্লা, পিপিএম (বিপি-৭৬০৫১০৪৫৫৮), সাবেক উপপুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা বর্তমানে রেঞ্জ ডিআইজি অফিস, রংপুরে সংযুক্ত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১, ICT-BD Misc, মামলা নং-০৪/২০২৪, তারিখ ২৭ অক্টোবর ২০২৪ খ্রি. এর আদেশে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন-১৯৭৩ এর ধারা-৩ অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ায় তিনিসহ সতেরো (১৭) জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে গোপালগঞ্জ জেলা পুলিশ কর্তৃক রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের সহায়তায় গত ৩০-১০-২০২৪ খ্রি. রংপুর হতে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে;

সেহেতু, জনাব মোঃ জসীম উদ্দীন মোল্লাকে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৫৭ নং আইন) এর ৩৯ (২) ধারার বিধান অনুযায়ী ৩০-১০-২০২৪ তারিখ থেকে সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো;

সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন;

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.২৭.০২৬.২১-১৬৭৪—যেহেতু, জনাব তানজিল আহমেদ (বিপি-৮৭১৯২২৪০৪৫), সাবেক সহকারী পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক-যাত্রাবাড়ী জোন), ট্রাফিক-ওয়ারী বিভাগ, ডিএমপি, ঢাকা-কে যাত্রাবাড়ী থানা, ডিএমপির মামলা নং-১৪, তারিখ ২১-৮-২০২৪ খ্রি. ধারা-১৪৭/১৪৮/১৪৯/৩০২/১০৯/১১৪/৫০৬/৩৪ পেনাল কোড ১৮৬০-এ গত ১৫-১০-২০২৪ তারিখে গ্রেফতার করে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে;

সেহেতু, জনাব তানজিল আহমেদকে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৫৭ নং আইন) এর ৩৯ (২) ধারার বিধান অনুযায়ী ১৫-১০-২০২৪ তারিখ থেকে সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো;

সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি বরিশাল রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়ে সংযুক্ত থাকবেন এবং বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন;

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.২৭.০২৬.২১-১৬৭৫—যেহেতু, জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, পিপিএম (বিপি-৬৬৯০০০৮০৯৮), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, র‍্যাব সাবেক অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার (গুলশান বিভাগ), ডিএমপি, ঢাকা-কে বাড্ডা থানা ডিএমপির মামলা নং-২৬, তারিখ ২৬-৯-২০২৪ ইং, ধারা-৩০২/৩৪ পেনাল কোড ১৮৬০-এ গত ১৮-১০-২০২৪ তারিখে গ্রেফতার করে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে;

সেহেতু, জনাব মোঃ রফিকুল ইসলামকে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৫৭ নং আইন) এর ৩৯ (২) ধারার বিধান অনুযায়ী ১৮-১০-২০২৪ তারিখ থেকে সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো;

সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি চট্টগ্রাম রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়ে সংযুক্ত থাকবেন এবং বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন;

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.২৭.০২৬.২১-১৬৭৬—যেহেতু, জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম (বিপি-৬৭৯৮০৩০৩৯৬), সহকারী পুলিশ সুপার, এপিবিএন, উত্তরা, ঢাকা-কে হাটহাজারী মডেল থানা (চট্টগ্রাম) মামলা নং-১৫, তারিখ ২৩-৮-২০২৪ ইং, ধারা-১৪৩/৩২৩/৩২৫/৩০২/৫০৬/৩৪ পেনালকোড- এ গত ১৩-৯-২০২৪ তারিখে গ্রেফতার করে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে;

সেহেতু, জনাব মোঃ রফিকুল ইসলামকে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৫৭ নং আইন) এর ৩৯ (২) ধারার বিধান অনুযায়ী ১৩-৯-২০২৪ তারিখ থেকে সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো;

সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি ময়মনসিংহ রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়ে সংযুক্ত থাকবেন এবং বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন;

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোহাম্মদ আব্দুল মোমেন
সিনিয়র সচিব।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
[কাস্টমস: রপ্তানি ও বন্ড শাখা]

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ০৯ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৪ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৫৭/২০২৪/কাস্টমস/৫৩৬—কাস্টমস আইন, ২০২৩ এবং ধারা ১২ (২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের অনুকূলে বন্ড লাইসেন্স নং-২২/কাস-এসবিডব্লিউ/৮২, তারিখ: ২৫-১১-১৯৮২ এর অনুকূলে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের জন্য নিম্নরূপ বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ করিল, যথা:

আমদানিকৃত পণ্য	২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের জন্য অনুমোদিত প্রাপ্যতা
বন্ড লাইসেন্সে উল্লিখিত পণ্যসমূহ	৯,৫০,০০০ মার্কিন ডলার (নয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মার্কিন ডলার)

তারিখ: ১২ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৭ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৫৮/২০২৪/কাস্টমস/৫৪৫—কাস্টমস আইন, ২০২৩ এবং ধারা ১২ (২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকায় অবস্থিত মেসার্স র‍্যাংগস ইলেকট্রনিক্স লিঃ (বন্ড লাইসেন্স নং-৮৫৭/কাস/এসবিডব্লিউ/২০১৩, তারিখ: ১১-০৪-২০১৩ খ্রিঃ) নামীয় শুল্কমুক্ত বিপণীর অনুকূলে নিম্নোক্ত শর্তে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের জন্য নিম্নরূপে আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ করিল, যথা:

ক্র: নং	আমদানিকৃত পণ্য	২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের জন্য অনুমোদিত প্রাপ্যতা (মা. ডলার)
১।	সিগারেট, সিগার ও টোব্যাকো	৭২,০০০.০০
২।	লিকার ও অন্যান্য ড্রিংকস	৩০,০০০.০০
৩।	কসমেটিক্স, কনফেকশনারী, পারফিউম ও টয়লেট্রিজ	৮,০০০.০০
		১,১০,০০০.০০ (এক লক্ষ দশ হাজার মার্কিন ডলার)

শর্ত

ক. বিয়োজনের শর্তে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্মারক নং-৪(১৮) শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/২০১১(অংশ-১)/২৪১(৩), তারিখ ২০-০৬-২০২৪ খ্রিঃ এর মাধ্যমে প্রদত্ত ১২,২৯৬.৪৫ মাঃ ডঃ অনুমোদিত প্রাপ্যতা হতে সমন্বয় করতে হবে।

এইচ এম আহসানুল কবীর
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমস: রপ্তানি ও বন্ড)।

ভূমি মন্ত্রণালয়
[জরিপ-২]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/০৮ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০৭২.২৪.৪৩৩—The State Acquisition and Tenancy Act. 1950 (Act XXVIII of 1951 এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো:

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জে. এল. নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	শিট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
০১	হরিশচন্দ্রকাটী	১২৮	৮২৮	২	তালা	সাতক্ষীরা
০২	গোনালী	১৩৮	৭৬৮	২	তালা	সাতক্ষীরা
০৩	মহান্দী	১৪০	১১৫৬	২	তালা	সাতক্ষীরা
০৪	সুভাষিনী	১০৪	১০৮৭	২	তালা	সাতক্ষীরা
০৫	ধলবাড়ীয়া	১১৫	৭২৬	১	তালা	সাতক্ষীরা
০৬	মাড়িয়ালা	১০৭	৪২২১	৬	আশাশুনি	সাতক্ষীরা
০৭	গোপালপুর	৬১	১৩৮৮	২	পাইকগাছা	খুলনা
০৮	বারইপাড়া	৯৬	১১২৭	৩	রামপাল	‘বাগেরহাট

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাবভীনা মনীর চিঠি
উপসচিব।

[একই স্মারক ও তারিখে স্থলাভিষিক্ত হবে]
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
বিআরটিএ সংস্থাপন শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৪ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩৫.০০.০০০০.০২০.০৬.০২৮.২২.৭১২—অর্থ বিভাগের ২৯-১০-২০২৪ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৪৩.৯৯.০০৩.২২-২৭১ সংখ্যক স্মারকের সম্মতির প্রেক্ষিতে সরকার জরুরি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ড্রাইভিং লাইসেন্সের দক্ষতা যাচাই পরীক্ষা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারিত তারিখ অর্থাৎ ০২ (দুই) মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে গ্রহণের বাধ্যবাধকতা শিথিল সংক্রান্ত ফি নিম্নরূপভাবে নির্ধারণ করল:

ক্রম	পরীক্ষার তারিখ ও অগ্রায়নের ধরন	দক্ষতা যাচাইয়ের পরীক্ষা গ্রহণের তারিখ নির্ধারণ	নির্ধারিত ফি
১.	অতীব জরুরি	শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যুর ৭ম দিন থেকে ১৫ দিনের মধ্যে	৫০০০/-
২.	জরুরি	শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যুর ১৬ তম দিন থেকে ৩০ দিনের মধ্যে	৩০০০/-
৩.	সাধারণ জরুরি	শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যুর ৩১ তম দিন থেকে ৬০ দিনের মধ্যে	২০০০/-

০২। পরীক্ষার সময় ও স্থান সম্পর্কে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে চার্ট/ক্যালেণ্ডার তৈরিতে বিআরটিএ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং সংশ্লিষ্ট জেলায় সম্ভাব্য সিডিউল পাওয়া না গেলে আবেদনকারী পাশের জেলায়/বিভাগীয় শহরে পরীক্ষা দিতে পারবে।

০৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জসিম উদ্দিন
সহকারী সচিব।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সংস্থাপন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৩ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৮ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৪০.০০.০০০০.০২০.৯৯.০০১.১৯.৩৬১—বাংলাদেশ শ্রমিককল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন ২০০৬ অনুযায়ী শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সংস্থাপন-১ শাখার ১৮-০৪-২০২৩ তারিখের ৪০.০০.০০০০.০২০.৯৯.০০১.১৯-১৫৭ নং স্মারকমূলে গঠিত শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন এর পরিচালনা বোর্ড বাতিলপূর্বক তদস্থলে নতুন প্রতিনিধির নাম অন্তর্ভুক্তপূর্বক নিম্নোক্তভাবে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের 'পরিচালনা বোর্ড' পুনর্গঠন করা হইল :

চেয়াম্যান	
১.	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় উপদেষ্টা
ভাইস-চেয়ারম্যান	
২.	সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সদস্য-সচিব	
৩.	মহপরিচালক, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন
সদস্যবৃন্দ	
৪.	মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
৫.	মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর
৬.	প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় (যুগ্ম-সচিব বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার কর্মকর্তা)
৭.	প্রতিনিধি, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় (যুগ্ম-সচিব বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার কর্মকর্তা)
৮.	প্রতিনিধি, শিল্প মন্ত্রণালয় (যুগ্ম-সচিব বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার কর্মকর্তা)
৯.	প্রতিনিধি, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (যুগ্ম-সচিব বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার কর্মকর্তা)
১০.	প্রতিনিধি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় (যুগ্ম-সচিব বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার কর্মকর্তা)
১১.	প্রতিনিধি, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (যুগ্ম-সচিব বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার কর্মকর্তা)

১২.	জনাব ফারুক আহাম্মাদ, মহাসচিব ও সিইও, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন
১৩.	জনাব মুহাম্মাদ হাবিবুর রহমান, সহকারী মহাসচিব (আইন), বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন
১৪.	জনাব মোমিনুল আহসান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ই-জোন এইচআরএম লিঃ ও কমিটি সদস্য, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন
১৫.	জনাব হামজা সাকিফ তাবানি, পরিচালক, খাদিম সিরামিকস লিঃ ও কমিটি সদস্য, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন
১৬.	মিজ ফাইজা মাহমুদ, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, হোসেন ডাইং এন্ড প্রিন্টিং মিলস লিঃ ও কমিটি সদস্য, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন
১৭.	জনাব আনোয়ার হোসাইন, সভাপতি, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল
১৮.	জনাব নার্গিস জাহান, সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল-মহিলা কমিটি
১৯.	জনাব চৌধুরী আশিকুল আলম, সভাপতি, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সংঘ
২০.	জনাব আতিকুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
২১.	জনাব মোঃ কবির আহমদ, কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বোর্ডের কার্যাবলি নিম্নরূপঃ

(ক) শ্রমিক ও তাহার পরিবারের কল্যাণ সাধন;

(খ) শ্রমিক ও তাহার পরিবারের কল্যাণার্থে, বিভিন্ন প্রকার প্রকল্প গ্রহণ ও উহা বাস্তবায়ন;

(গ) শ্রমিকদের বিশেষতঃ অক্ষম বা অসমর্থ শ্রমিকদের আর্থিক সাহায্য প্রদান;

(ঘ) অসুস্থ শ্রমিকের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা বা আর্থিক সাহায্য প্রদান;

(ঙ) দুর্ঘটনায় কোন শ্রমিকের মৃত্যু ঘটিলে তাহার পরিবারবর্গকে সাহায্য প্রদান;

(চ) শ্রমিকের পরিবারের মেধাবী সদস্যকে শিক্ষার জন্য বৃত্তি কিংবা স্টাইপেন্ড প্রদান;

(ছ) শ্রমিকদের জীবন বীমাকরণের জন্য যৌথ বীমা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা এবং এই লক্ষ্যে তহবিল হইতে সংশ্লিষ্ট বীমা প্রতিষ্ঠানকে প্রিমিয়াম পরিশোধ করা;

(জ) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার লক্ষ্যে ভবিষ্য তহবিল ব্যবস্থা প্রচলন;

(ঝ) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকদের কল্যাণ তহবিলের আওতায় রেজিস্ট্রিকরণের সম্ভাব্যতা যাচাই;

(ঞ) তহবিল পরিচালনা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে বাজেট বরাদ্দসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা; এবং

(ট) উপর্যুক্ত কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য যে কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অন্য যে কোন কার্য সম্পাদন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আশরাফ হোসেন
উপসচিব।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ওমরাহ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০২ পৌষ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১৭ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং **১৬.০০.০০০০.০০৩.৩৪.০৫৫.১৫-৫৭৪**—যেহেতু আপনি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পরিচালনাকারী হিসেবে আবাবিল ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস (ওমরাহ লাইসেন্স নং-৪৬৩), ৫৫/এ সিদ্দিক মেনশন (৬ষ্ঠ তলা), পুরানা, ঢাকা এর স্বত্বাধিকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন; এবং

০২। যেহেতু আপনি বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ওমরাহ কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২১ এ বর্ণিত শর্তসমূহ পালনে দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন; এবং

০৩। যেহেতু আপনার এজেন্সির বিরুদ্ধে জনাব মো: আব্দুর রশিদ খন্দকার (মোবা: ০১৬১০০০৫১০১), ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রোডাক্ট এন্ড টেকনোলোজটি, বিকাশ লিমিটেড, ঢাকা কর্তৃক নিম্নরূপ অভিযোগ পাওয়া গেছে:

"আবাবিল ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস (ওমরাহ লাইসেন্স নং-৪৬৩) এর স্বত্বাধিকারী জনাব হাজি আবু ইউসুফ এর প্রতিনিধি জনাব মো: নাসির উদ্দিন ওমরাহযাত্রীদের ভালো মানের হোটেলে রাখা ও স্বল্প টাকায় ওমরাহ পালনের প্যাকেজ এর বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রলুব্ধ করেন। পরবর্তীতে অগ্রিম টাকা ও পাসপোর্ট নিয়ে জিম্মি করে অতিরিক্ত অর্থ আদায় এবং মক্কায় যাওয়ার পরে এজেন্সির কোনো প্রতিনিধি কোনো ধরনের সাহায্য না করা সংক্রান্ত অভিযোগ"; এবং

০৪। যেহেতু আপনার এজেন্সির বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগটি তদন্তের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের দুইজন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে ০৬-১০-২০২৪ তারিখে উভয়পক্ষের শুনানী গ্রহণ করে তদন্ত কর্মকর্তাদ্বয় নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করেন;

০৫। যেহেতু, নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অভিযোগ এবং দাখিলকৃত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে আনীত অভিযোগটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

০৬। যেহেতু অভিযোগকারী কর্তৃক পরবর্তীতে অভিযোগ প্রত্যাহার করা হলেও আপনি প্রতিনিধি নিয়োগ করে সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করার ফাদ পেতে আবাবিল ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস (ওমরাহ লাইসেন্স নং-৪৬৩) হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২১ এর ধারা ১২ (ঞ) ও (ঠ) অনুযায়ী "আচরণ বিধি লংঘন, কোন হজ বা ওমরাহযাত্রীদের হয়রানি ও ভোগান্তি করেছে";

০৭। সেহেতু নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের সুপারিশ মোতাবেক হজ ও ওমরাহ আইন ২০২১ এর ধারা ১২ (ঞ) ও (ঠ) লংঘন করায় হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন ২০২১ এর ধারা ১৩(২) এর দফা (ক) অনুযায়ী আবাবিল ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস (ওমরাহ লাইসেন্স নং-৪৬৩)-কে ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) টাকা জরিমানা পরিশোধের আদেশ দেয়া হলো। জরিমানাকৃত অর্থ আগামী ৩০ (ত্রিশ) কর্মদিবসের মধ্যে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে ১৩৫০১০১১১৯২৩৭-১৪৩১১০১ নং কোডে জমাদানপূর্বক চালানের মূল কপি হজ অনুবিভাগে দাখিল করবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ তফিকুল ইসলাম
সহকারী সচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

শাখা ডি-৫

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/০৯ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং **২৩.০০.০০০০.০৫০.৯৯.০০৩.১৯-৯২**—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড (বিএএসবি)-এর কেন্দ্রীয় পর্ষদ সংশোধনপূর্বক নির্দেশক্রমে পুনর্গঠন করা হলো:

সভাপতি

১ সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

২ সেনাবাহিনী প্রধানের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি

৩ নৌবাহিনী প্রধানের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি

৪ বিমানবাহিনী প্রধানের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি

৫ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি

৬ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব)

৭ অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব)

৮ কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষ বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব)

৯ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব)

১০ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব)

১১ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব)

১২ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি

১৩ একজন প্রাক্তন সামরিক অফিসার (পরিচালক, বিএএসবি কর্তৃক মনোনীত)

সদস্য সচিব

১৪ পরিচালক, বিএএসবি।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

তওহীদ আহমদ সজল
উপসচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ: ২৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ /১০ ডিসেম্বর ২০২৪

বিষয়: **জনাব মোঃ আবু রায়হান ভূঞা-কে নরসিংদী জেলার মনোহরদী পৌরসভার ১, ২, ও ৩ নং ওয়ার্ডের নিকাহ্ রেজিস্ট্রার এবং জনাব মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম-কে ৪, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডের নিকাহ রেজিস্ট্রার হিসেবে গণ্যকরণ ও ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডের সমন্বয়ে গঠিত নতুন অধিক্ষেত্র সৃজন প্রসঙ্গে।**

নং **১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০৪০.৭৫-২২৬**—উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জনানো যাচ্ছে যে, (ক) নরসিংদী জেলার মনোহরদী পৌরসভাটি "খ" শ্রেণির পৌরসভা হওয়ায়, মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি ১৩(গ) মোতাবেক ০৩ টি ওয়ার্ডের সমন্বয়ে গঠিত অধিক্ষেত্রে একজন নিকাহ রেজিস্ট্রার নিয়োগের বিধান থাকায়, মনোহরদী পৌরসভার ১, ২, ও ৩ নং ওয়ার্ডের সমন্বয়ে একটি, ৪, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডের সমন্বয়ে একটি এবং ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডের সমন্বয়ে একটি মোট ৩টি অধিক্ষেত্র সৃজন করা হলো। (খ) নিকাহ রেজিস্ট্রার জনাব মোঃ আবু রায়হান ভূঞা ০২ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা হওয়ায় তাঁকে উক্ত পৌরসভার ১, ২ ও ৩ নং ওয়ার্ডের নিকাহ রেজিস্ট্রার হিসেবে, জনাব মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম পৌরসভার ০৪ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা হওয়ায় তাঁকে পৌরসভার ৪, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডের নিকাহ রেজিস্ট্রার হিসেবে গণ্য করা হলো। (গ) অবশিষ্ট ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডের সমন্বয়ে গঠিত অধিক্ষেত্রের নিকাহ রেজিস্ট্রার বিষয়ক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সাব-রেজিস্ট্রার, মনোহরদী, নরসিংদী-কে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

সাইদুজ্জামান শরীফ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শৃঙ্খলা, বিধি ও মতামত শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/০৯ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪৯.০০.০০০০.০০০.২৭.০১৫.২০২১-১৯৯**—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শরীয়তপুর বিএমইটি কর্তৃক নির্ধারিত ভর্তি ফি ২০০/- (দুইশত) টাকার স্থলে একাডেমিক কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফরম বিক্রি বাবদ অতিরিক্ত ৩০ (ত্রিশ) টাকা গ্রহণ করেছেন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা গ্রহণের স্বপক্ষেও প্রাথমিক তদন্তে সত্যতা পাওয়া গিয়েছে;

০২। যেহেতু, তিনি হাউজ কিপিং কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের খাবার বাবদ বরাদ্দ ৩,০০০/- হাজার টাকার পরিবর্তে ২,৫০০/-(দুই হাজার পাঁচশত) টাকা এ খাতে খরচ করেছেন, যা প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে;

০৩। যেহেতু, তিনি বনভোজনের জন্য কম্পিউটার ট্রেড হতে এককালীন ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে বনভোজন আয়োজন না করা সত্ত্বেও অর্থ ফেরত প্রদান করেননি, যা প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে;

০৪। যেহেতু, তিনি ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ ও সুনামকে প্রাধান্য না দিয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিল এবং অন্যকে হেয় করার হীন প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন এবং এর ফলে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে চেইন আব কমান্ড ভেংগে পড়ে ও চরম প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, যা প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে;

০৫। যেহেতু, তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলোর সত্যতা প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে, যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ধারা মোতাবেক অসদাচরণ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

০৬। যেহেতু, তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগসমূহের জন্য গত ১৬-০৪-২০২২ খ্রি. তারিখে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয়। সেপ্রেক্ষিতে তিনি জবাব দাখিল করেন। তার জবাব সন্তোষজনক প্রতীয়মান না হওয়ায় তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে 'অসদাচরণের' অভিযোগে অভিযুক্ত করে তাকে গত ২২-০১-২০২৩ খ্রি. তারিখে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণপূর্বক কারণ দর্শানোর নির্দেশ প্রদান করা হয়। তিনি জবাব দাখিল করেন। জবাবে তার ব্যক্তিগত শুনানীর আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ০২-০৪-২০২৩ খ্রি. তারিখে শুনানী গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে গত ৩০-১১-২০২৪ খ্রি. তারিখে পুনঃশুনানী গ্রহণ করা হয়;

০৭। যেহেতু, তিনি ব্যক্তিগত পুনঃশুনানীতে তার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বিএমইটির মাধ্যমে দাখিলের নিমিত্ত ০৭(সাত) দিনের সময় মঞ্জুরের জন্য মৌখিকভাবে আবেদন জানান এবং তার আবেদন মঞ্জুর করা হয়। পরবর্তীতে তিনি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বিএমইটির মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেন;

০৮। যেহেতু, অভিযুক্ত জনাব মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শরীয়তপুর জানান যে, বর্ণিত খাতসমূহে উক্ত সময়ে কোনো রকম বাজেট বরাদ্দ ছিল না বিধায় বাস্তবতা বিবেচনায় তিনি লোকাল অথোরিটি হিসেবে প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ পরিচালনা ও হোস্টেল পরিচালনার স্বার্থে গৃহীত কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন। একাডেমিক ও প্রশাসনিক কাজে গত ১১ বছরে বিভিন্ন টিটিসিতে কর্মরত ছিলেন। তবে প্রতিষ্ঠানের নতুন অবস্থায় পর্যাপ্ত জনবল ও অর্থ বরাদ্দ না থাকা সত্ত্বেও প্রশিক্ষণ ও প্রশাসনিক কার্যক্রম প্রথম চালু করেন। যাহা অত্যান্ত চ্যালেঞ্জিং ছিল। বিএমইটির নির্দেশনা মোতাবেক অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছেন। ভবিষ্যতে বিএমইটি/মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকবেন মর্মে তিনি জানান।

০৯। যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শরীয়তপুর উক্ত আবেদনের বিষয়ে পরিচালক (প্রশিক্ষণ পরিচালনা) তার লিখিত প্রতিবেদনে জানান যে, বর্ণিত খাতে কোনো বাজেট বরাদ্দ না থাকায় তৎকালীন নবনির্মিত মাদারীপুর টিটিসি হিসেবে জনবল সংকট থাকায় স্থানীয় পর্যায়ে অধ্যক্ষ কর্তৃক দৈনিক হাজিরা ভিত্তিতে জনবল নিয়োজিত করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তিনি আরো জানান যে, এক্ষেত্রে ২০১৬-২০১৭ এবং ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ডাক, টেলিফোন, বিদ্যুৎ, জ্বালানি, ইউনিফর্ম, বইপত্র, পৌরকর, ভূমিকর, অনুষ্ঠান/উৎসবাদি ও অন্যান্য খাতে বরাদ্দ ব্যতিত মাদারীপুর টিটিসিতে অন্য কোনো খাতে বরাদ্দ ছিল না; এবং

১০। যেহেতু, সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জনাব মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শরীয়তপুর-এর বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন ও দাখিলকৃত কাগজপত্রাদিসহ সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ বিএমইটির তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে। তিনি ভর্তি ফরম বাবদ ৭৫,৮৪০ টাকা গ্রহণপূর্বক প্রচার প্রচারণার কাজে এবং ১৭৮ জন প্রশিক্ষণার্থীদের খাবার বাবদ গৃহীত অর্থ হতে ৮৯,০০০/- টাকা ডাইনিং পরিচালনায়, আপ্যায়নের জন্য এসংক্রান্ত জিনিসপত্র ক্রয় এবং ডাইনিং কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের বেতন ভাতা বাবদ ব্যয় করেছেন। এছাড়াও তিনি বনভোজনের নামে কম্পিউটার ট্রেড হতে ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) গ্রহণ করেছেন। এসকল খরচের ব্যয় ধারাবাহিকভাবে ক্যাশবুক ও বিল ভাউচারের মাধ্যমে হিসাব সংরক্ষণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে পরিচালক (প্রশিক্ষণ পরিচালনা) জানান যে, ২০১৬-২০১৭ এবং ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ডাক, টেলিফোন, বিদ্যুৎ, জ্বালানি, ইউনিফর্ম, বইপত্র, পৌরকর, ভুমিকর, অনুষ্ঠান/উৎসবাদি ও অন্যান্য খাতে বরাদ্দ ব্যতিত মাদারীপুর টিটিসিতে অন্য কোনো খাতে বরাদ্দ ছিল না। তিনি অতিরিক্ত টাকা গ্রহণ করলেও তা প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োজনে ব্যয় করেছে। সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, টাকা আত্মসাতের ঘটনা ঘটেনি। এক্ষেত্রে তিনি যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ না করে আর্থিক নিয়মের ব্যত্যয় করেছেন।

১১। সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শরীয়তপুর-এর বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন ও দাখিলকৃত কাগজপত্রাদিসহ সার্বিক পর্যালোচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগে প্রস্তাবিত দণ্ডের পরিবর্তে সার্বিক বিবেচনায় একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(ক) অনুযায়ী তাকে 'তিরস্কার' সুচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। এই দণ্ডাদেশ প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হতে ০১(এক) বছর বলবৎ থাকবে।

১২। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রুহুল আমিন
সচিব।

জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ /০৮ ডিসেম্বর ২০২৪

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০৩৫.২২-৬৫৫**—যেহেতু, জনাব মাহিদুল হাসান (বিপি-৯২১৮২২০৫২০), সহকারী পুলিশ সুপার, ট্রাফিক অ্যান্ড ড্রাইভিং স্কুল, ঢাকা (বর্তমানে সাময়িক বরখাস্তকৃত) এর বিরুদ্ধে অভিযোগকারী মোছাঃ জয়নব বানুকে বিয়ে করে তার সাথে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বসবাস করার পর তাকে বিয়ের স্বীকৃতি প্রদানে অস্বীকার করেন। আপনি গত ০৯-০৩-২০১২ তারিখে জয়নব বানুকে বিবাহ করলেও বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের নিমিত্ত পূরণকৃত চাকরি ফরম ও পুলিশ একাডেমী, সারদা, রাজশাহীতে প্রশিক্ষণরত থাকাকালীন পূরণ কৃত বায়োডাটা ফরমে অবিবাহিত লিখে মিথ্যা তথ্য প্রদান করেছেন। আপনি বিসিএস (৩৬ তম এবং ৩৮ তম) পরীক্ষার ফরমে বৈবাহিক অবস্থা সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য প্রদান করেন এবং বাংলাদেশ পুলিশের পিআইএমএস এর তথ্য ফরমেও মিথ্যা তথ্য প্রদান করেন। উপরোক্ত অভিযোগসমূহের ভিত্তিতে আপনার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ০৬-০২-২০২৩ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০৩৫.২২-৫৫ নম্বর স্মারকমূলে তার নিকট অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারি করে তাকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ প্রদান করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে তিনি ০১-০৩-২০২৩ তারিখ কারণ দর্শানোর জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন এবং ১৭-০৮-২০২৩ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়; এবং

০২। যেহেতু, তার কারণ দর্শানোর জবাব এবং প্রাসঙ্গিক সকল তথ্যাদি বিবেচনা করে অভিযোগ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপের সম্ভাবনা থাকায় আনীত অভিযোগসমূহ তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন প্রদানের জন্য ২৮-১২-২০২৩ তারিখে বর্ণিত বিভাগীয় মামলার তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তার মতামত দিয়েছেন; এবং

০৩। যেহেতু, তার একই ঘটনায় রুজুকৃত অপর একটি বিভাগীয় মামলায় গত ২৮-০৩-২০২৪ তারিখ ৪৪. ০০. ০০০০. ০৫৮. ২৭.০৩৬.২২-১৬৬ নং প্রজ্ঞাপন মূলে আপনাকে "০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ "লঘুদণ্ড প্রদান করা হয়;

০৪। সেহেতু, সার্বিক পর্যালোচনান্তে জনাব মাহিদুল হাসান (বিপি-৯২১৮২২০৫২০), সহকারী পুলিশ সুপার, ট্রাফিক অ্যান্ড ড্রাইভিং স্কুল, ঢাকা (বর্তমানে সাময়িক বরখাস্তকৃত) এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, আত্মপক্ষ সমর্থনে লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীতে উভয়পক্ষের বক্তব্য, অভিযোগ সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রাদি বিচার বিশ্লেষণ করে তার বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো। একই সাথে গত ০৬-০২-২০২৩ তারিখ ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০৩৫.২০২২-৫৪ নং প্রজ্ঞাপনমূলে তার সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করা হলো। তার সাময়িক বরখাস্তকাল কর্তব্যকাল হিসেবে গণ্য হবে এবং তিনি বিধি মোতাবেক বকেয়া বেতন ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেন
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ /০৮ ডিসেম্বর ২০২৪

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৭.২৭.০১৬.২৩-২১৭**—যেহেতু, জনাব নিহার রঞ্জন হাওলাদার (বিপি-৭১০১১১৬৪৪১), পুলিশ সুপার, রাজশাহী রেঞ্জ ডিআইজি অফিসে সংযুক্ত ইতঃপূর্বে বিশেষ পুলিশ সুপার, সিআইডি, ঢাকা হিসাবে কর্মরত থাকাকালে ২০১৮ সালে মার্চ মাসের প্রথম দিকে ঢাকাস্থ সেগুনবাগিচা এলাকার একটি হোটেলে বসে অভিযোগকারী জনাব মোঃ আঃ রহিম গং-কে পটুয়াখালী জেলার মহিপুর থানাধীন কুয়াকাটায় অবস্থিত বেদখলীয় জমি দখল করে দেয়ার সিদ্ধান্ত অনুসারে তার নিজ বাসার গৃহশিক্ষক-এর উপস্থিতিতে অভিযোগকারী ও অভিযোগকারীর ছেলে জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম-এর নিকট ৫,০০,০০০/-(পাঁচ লক্ষ) টাকা এবং ১০ শতাংশ জমি তার অনুকূলে হস্তান্তরের দাবি করেন। পরবর্তীতে তার সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, মালিবাগ শাখা, ঢাকার হিসাব নম্বর-১৬১৩৯০১০১৪৩৯৩-এর অনুকূলে গত ২১-০৩-২০১৮ তারিখ সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, কোর্ট বিল্ডিং শাখা, বরগুনায় অভিযোগকারী কর্তৃক নগদ জমাকৃত ৩,০০,০০০/-(তিন লক্ষ) টাকা এবং গত ০৪-০৪-২০১৮ তারিখ উক্ত ব্যাংক হিসাবে ২,০০,০০০/-(দুই লক্ষ) টাকা প্রতারণামূলকভাবে গ্রহণপূর্বক আত্মসাৎ করা, গত ২২-০৩-২০১৮ তারিখ কুয়াকাটাস্থ বনানী প্যালেস নামক হোটেলে অবস্থানকালে সন্ধ্যার দিকে মহিপুর থানা অফিসার-ইনচার্জ জনাব মোঃ মিজানুর রহমান-কে ডেকে নিয়ে অভিযোগকারীর পক্ষে বেদখলীয় জমি দখল করে দেয়ার জন্য তার উপর চাপ সৃষ্টি এবং গত ০৪-০৪-২০১৮ তারিখ ঘটনার ৭/৮ দিন পর বরগুনা গিয়ে অভিযোগকারীসহ অন্যদের সাথে সাক্ষাৎ করে জনাব এম আলী হোটেলে খাবার গ্রহণ করার অভিযোগে গত ০৫-১১-২০২৩ তারিখ তার বিরুদ্ধে ০০৮/২০২৩ নং বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক কারণ দর্শানো হয়;

০২। যেহেতু, তিনি সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি অনুযায়ী লিখিত বক্তব্য/জবাব দাখিলের জন্য সময় বৃদ্ধিরও কোনো আবেদন না করায় গত ০১-০৪-২০২৪ তারিখ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২)(ঘ) বিধি মোতাবেক জনাব কুসুম দেওয়ান (বিপি-৬৮৯৫১০৮১৮৪), ডিআইজি, সিআইডি, ঢাকা-কে আহ্বায়ক করে ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত বোর্ড গঠন করা হয়;

০৩। যেহেতু, ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট গঠিত তদন্ত বোর্ড সকল বিধি বিধান প্রতিপালনপূর্বক সরেজমিনে তদন্ত অন্তে গত ২৫-০৭-২০২৪ তারিখ ৬১৯ নং স্মারকমূলে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। যেখানে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ বিধিমালার ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি অনুসারে যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি পরায়ণতা'-এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তীতে তাকে গত ১৭-০৯-২০২৪ তারিখ ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয় এবং তিনি ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দাখিল করেন;

০৪। সেহেতু, জনাব নিহার রঞ্জন হাওলাদার (বিপি-৭১০১১১৬৪৪১), পুলিশ সুপার, রাজশাহী রেঞ্জ ডিআইজি অফিসে সংযুক্ত ইতঃপূর্বে বিশেষ পুলিশ সুপার, সিআইডি, ঢাকা -এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, ২য় কারণ দর্শানোর জবাব, তদন্ত প্রতিবেদন এবং অন্যান্য দলিলপত্রাদি পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি পরায়ণতা'-এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২) এর উপ-বিধি (১)(ঘ) অনুযায়ী তাকে 'আগামী ০১ (এক) বৎসরের জন্য বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ'-এর দণ্ড প্রদান করা হলো এবং ভবিষ্যতে এই বেতন সমন্বয় করা হবে না।

জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেন
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ /০৩ ডিসেম্বর ২০২৪

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০৩০.২০২২-৬৪৩**—যেহেতু, আপনি জনাব তাপস কর্মকার (বিপি ৯০১৯২২৪০২৫), সহকারী পুলিশ সুপার, সিআইডি, বরগুনা ইতোপূর্বে সহকারী পুলিশ সুপার, সিআইডি, খুলনা মেট্রো এন্ড জেলায় কর্মকালে ২০১৮ সালে চন্দনা রানীর সাথে তার স্বামী ও সন্তান আছে জানা সত্ত্বেও দীর্ঘ ০৪ (চার) বছর গভীর প্রেমের সম্পর্ক বজায় রাখেন। একই সাথে অর্পিতা ঘোষ নামে অপর আরেকটি মেয়ের সাথে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করেন। বিষয়টি চন্দনা রানী জানতে পেরে বিবাহের জন্য চাপ সৃষ্টি করলে জনাব বিবাহ করতে অস্বীকৃতি জানান। পরবর্তীতে আপনি চন্দনা রানীকে বিবাহ করতে তালবাহানা শুরু করলে চন্দনা রানী আপনার বিরুদ্ধে গত ২৭-০৯-২০২১ তারিখ বিজ্ঞ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, সাতক্ষীরা আদালতে কোর্ট পিটিশন মামলা নং-৪২৭/২১, তারিখ- ২৮-১০-২০২১, ধারা- ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন (সংশোধিত ২০০৩) এর ৯(১) দায়ের করেন। পরবর্তীতে পারিবারিকভাবে আপোষ মীমাংসার মাধ্যমে মামলাটি নিষ্পত্তি হয়। এছাড়াও আপনি গত ৩১-১০-২০২১ তারিখ অর্পিতা ঘোষ নামে অপর মেয়েটিকে নোটারী পাবলিকের মাধ্যমে (এফিডেভিট) করে বিবাহ করেন। বর্ণিত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আপনি জনসম্মুখে পুলিশ বাহিনীর ভাবমূর্তি চরমভাবে ক্ষুণ্ন করেছেন। আপনার এরূপ কর্মকাণ্ড অনৈতিকতা ও অকর্মকর্তাসূলভ আচরণ যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ ৩(খ) মোতাবেক "অসদাচরণ" এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ। গত ১২-০৭-২০২১ তারিখ অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারি করে আপনাকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ প্রদান করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তা ১৭-০৮-২০২১ তারিখ কারণ দর্শানো জবাব প্রদান করেন; এবং

০২। যেহেতু, আপনার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য বিধিমতে নিয়োগকৃত তদন্তকারী কর্মকর্তা যথানিয়মে তদন্তপূর্বক আপনার বিরুদ্ধে গঠিত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় অসদাচরণের জন্য লঘুদণ্ড প্রদান করা যায় মর্মে মতামত দিয়েছেন;

০৩। সেহেতু, আপনি জনাব তাপস কর্মকার (বিপি ৯০১৯২২৪০২৫), সহকারী পুলিশ সুপার এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮, ৩(খ) মোতাবেক "অসদাচরণ" এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় বিধি ৪ এর উপ-বিধি ২(ঘ) মোতাবেক "০১ বছরের জন্য বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ" লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

০৪। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেন
সিনিয়র সচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন অনুবিভাগ-১
প্রশাসন অধিশাখা-৫

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ /১০ ডিসেম্বর ২০২৪

নং **২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০০৯.২৩-৩৫৯**——যেহেতু, জনাব মাহবুবুল ইসলাম, সিনিয়র সরকারী স্থপতি (চলতি দায়িত্ব), স্থাপত্য অধিদপ্তর, ঢাকা এর বিরুদ্ধে গত ০২-০৭-২০২৩ তারিখ থেকে অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা- ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপ-বিধি (খ) ও (গ) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর দায়ে ০৩/২০২৪ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী তার বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়।

০২। যেহেতু, তিনি কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল না করায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম খানকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা নোটিশ দেওয়ার পরও অভিযুক্ত কর্মকর্তা হাজির হননি এবং নোটিশেরও জবাব দেননি। ফলে, তদন্তকারী কর্মকর্তা অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেন।

০৩। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন মোতাবেক অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। তথাপি অভিযুক্ত কর্মকর্তা কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল না করায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ৩ এর (ঘ) অনুযায়ী তাকে 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে

মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৭ এর উপ-বিধি-১০ মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনকে পরামর্শ প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে, জনাব মাহবুবুল ইসলামকে 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্তের সাথে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন একমত পোষণ করেছে। সুতরাং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ৩ এর (ঘ) অনুযায়ী তাকে 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড দেয়া প্রয়োজন।

০৪। এমতাবস্থায়, জনাব মাহবুবুল ইসলাম, সিনিয়র সহকারী স্থপতি (চলতি দায়িত্ব), স্থাপত্য অধিদপ্তর, ঢাকাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা-২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ৩ (ঘ) অনুযায়ী "চাকরি হতে বরখাস্তকরণ" গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

০৫। জনস্বার্থে এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ২৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ /১১ ডিসেম্বর ২০২৪

নং **২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০০২.২৪-৩৬০**—যেহেতু, জনাব মুহাম্মদ হাফিজুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল) (চলতি দায়িত্ব), ফরিদপুর গণপূর্ত বিভাগ, ফরিদপুরে কর্মরত অবস্থায় গত ২৭-১০-২০১৯ তারিখ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত পরিবারের নিকট গমন উপলক্ষে ১৫-১১-২০১৯ থেকে ১৪-০১-২০২০ তারিখ পর্যন্ত ০২(দুই) মাসের বহিঃবাংলাদেশ (যুক্তরাষ্ট্র) ছুটির আবেদন করেন। তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২১-১১-২০১৯ থেকে ২০-০১-২০২০ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) মাসের গড়বেতনে অর্জিত ছুটি মঞ্জুরিসহ বহিঃবাংলাদেশ (যুক্তরাষ্ট্র) গমনের অনুমতি প্রদান করা হয়। ছুটি শেষ হওয়ার আগে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত আবস্থায় তিনি Ph. D in Civil Engineering কোর্সে অধ্যয়নের জন্য ১০-০১-২০২০ তারিখ ০৩ (তিন) বছর শিক্ষা ছুটি মঞ্জুরির নিমিত্তে আবেদন করেন। শিক্ষ ছুটির এ আবেদনটি মঞ্জুর না হওয়ায় এবং গত ২০-০১-২০২০ তারিখ অনুমোদিত ছুটির মেয়াদ শেষ হওয়ায় দেশে প্রত্যাবর্তন করে কর্মস্থলে যোগদান করার জন্য তাকে ০২ (দুই) দফায় নির্দেশ প্রদান করা হয়। কিন্তু তিনি চাকরিতে যোগদান না করে বিনানুমতিতে ০৪ বৎসরের অধিককাল কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। উক্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে ০১/২০২৪ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

০২। যেহেতু, উপর্যুক্ত বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার লক্ষ্যে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব দেবময় দেওয়ানকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা শুনানীর জন্য নোটিশ প্রদান করা সত্ত্বেও অভিযুক্ত কর্মকর্তা তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট হাজিরা প্রদান না করায়, নোটিশের জবাব না দেওয়ায় এবং ০৪ বৎসরের অধিককাল বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তিনি অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেন।

০৩। যেহেতু, তদন্তে অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা ২য় কারণ দর্শানো নোটিশেরও জবাব দাখিল না করায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ৩ এর (ঘ) অনুযায়ী তাকে 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৭ এর উপ-বিধি-১০ মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে পরামর্শ প্রদানের জন্য অনুরোধ পত্র প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন জনাব মুহাম্মদ হাফিজুল ইসলামকে 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ৩ এর (ঘ) অনুযায়ী তাকে 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড দেয়া প্রয়োজন।

০৪। যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত এবং বিভাগীয় মামলার সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ৩ এর (ঘ) অনুযায়ী জনাব মুহাম্মদ হাফিজুল ইসলামকে 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয় এবং যেহেতু নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মুহাম্মদ হাফিজুল ইসলামকে 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাব সানুগ্রহ অনুমোদন প্রদান করেছেন;

০৫। সেহেতু, জনাব মুহাম্মদ হাফিজুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল) (চলতি দায়িত্ব), ফরিদপুর গণপূর্ত বিভাগ, ফরিদপুর এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপ-বিধি ৩ এর (ঘ) অনুযায়ী 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' করা হলো।

০৬। জনস্বার্থে এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ হামিদুর রহমান খান
সচিব।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণলয়

টিভি-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ /১০ ডিসেম্বর ২০২৪

নং **১৫.০০.০০০০.০২৪.৩১.০০২.২৩-৭১৯(১২)**—বাংলায় ডাবিংকৃত বিদেশি সিরিয়াল/ধারাবাহিক সম্প্রচারের বিষয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত 'প্রিভিউ কমিটি' নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করা হলো:

সভাপতি

১. অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রচার), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

২. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন

৩. মহাপরিচালক, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট

৪. যুগ্মসচিব (টিভি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

৫. এ্যাসোসিয়েশন অব টেলিভিশন চ্যানেল ওনার্স (এ্যাটকো) এর ০১ (এক) জন প্রতিনিধি

৬. জনাব নুসরাত ফারহা চৌধুরী (দিঠি আনোয়ার), সংগীত শিল্পী

৭. জনাব নাহিদ সুলতানা (নাহিদ জামান সোমা), সিনিয়র নিউজ প্রেজেন্টার, বাংলাভিশন

৮. জনাব দীন মোহাম্মদ মন্টু, নাট্য পরিচালক ও অভিনেতা

৯. জনাব ইবতেসাম মাহমুদ শ্যামা, নির্মাতা ও ডাবিং আর্টিস্ট

১০. জনাব মাবরুর রশিদ বান্নাহ, অনলাইন এক্টিভিস্ট, লেখক ও নির্মাতা

১১. জনাব শিমুল চন্দ্র বিশ্বাস, প্রডিউসার/নির্বাহী প্রযোজক

সদস্য-সচিব

১২. উপসচিব (টিভি-২), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ:

১) এ কমিটি টিভি চ্যানেলে প্রদর্শনের নিমিত্ত বাংলায় ডাবিংকৃত বিদেশি সিরিয়াল/ধারাবাহিক অনুষ্ঠান প্রিভিউপূর্বক যাচাই করে প্রচার উপযোগিতা সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান করবে;

২) কমপক্ষে ০৬ (ছয়) জন সদস্য উপস্থিত থাকলে কমিটির কোরাম পূর্ণ হবে;

৩) প্রতি সপ্তাহে প্রয়োজন অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে প্রিভিউ সভা অনুষ্ঠিত হবে;

৪) পর পর ০৩ (তিন) টি সভায় যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া অনুপস্থিত থাকলে সদস্য পদ বাতিল বলে গণ্য হবে;

৫) কোনো সদস্যের পদ শূন্য হলে সভাপতি নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব দিবে;

৬) কমিটির সদস্যগণ সরকারি নিয়মানুযায়ী সম্মানী প্রাপ্য হবেন; এবং

৭) প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করা যাবে।

২। এ সংক্রান্ত তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখের ১৫.০০.০০০০.০২৪.৩১.০০২.২৩-৫৭৪(১০) সংখ্যক অফিস আদেশসহ পূর্ববর্তী প্রজ্ঞাপন বাতিল বলে গণ্য হবে।

৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **১৫.০০.০০০০.০২৪.০৬.০১৬.১১-৭২১(১৫)**—বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারের লক্ষ্যে বেসরকারি উদ্যোগে নির্মিত বিভিন্ন প্যাকেজ অনুষ্ঠান প্রিভিউ করার জন্য নিম্নরূপভাবে 'বাংলাদেশ টেলিভিশন প্যাকেজ প্রিভিউ কমিটি' পুনর্গঠন করা হলো:

সভাপতি

১. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন

সদস্যবৃন্দ

২. উপসচিব (টিভি-২), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

৩. জনাব তাসভীন গহর (ইলোরা গহর), অভিনেত্রী, নির্মাতা ও চিত্রনাট্যকার

৪. জনাব খালেদ আহমেদ সালেহীন (রাজীব সালেহীন), নির্মাতা ও প্রযোজক

৫. জনাব শাহেদ শরীফ খান, অভিনেতা

৬. জনাব ফারহানা চৌধুরী বেবী, নৃত্যশিল্পী ও নৃত্য পরিচালক

৭. জনাব তানজিকা আমিন, অভিনেত্রী

৮. জনাব হাবিবুল্লাহ সিদ্দিক (অপূর্ণ বুবেল) লেখক, নাট্যকার ও সিনিয়র সাংবাদিক

৯. জনাব শাহেদ আলী, অভিনেতা

১০. জনাব নিশক তারেক আজিজ, নির্মাতা ও অভিনেতা

১১. জনাব মো. রবিউল আউয়াল হোসেন (আহমেদ তেপান্তর), সাংবাদিক

১২. জনাব রাশেদ মামুনুর রহমান (রাশেদ মামুন অপু), অভিনেতা

১৩. জনাব মাইদুল ইসলাম রাকিব, নাট্যনির্মাতা

১৪. জনাব রাকিবুল ইসলাম আরশ (আরশ খান), অভিনেতা

সদস্য-সচিব

১৫. পরিচালক, (অনুষ্ঠান ও পরিকল্পনা), বাংলাদেশ টেলিভিশন

কমিটির কার্যপরিধি ও শর্তাবলি নিম্নরূপ:

১) এ কমিটি বহিরাগত নির্মাতাদের অনুষ্ঠান যাচাই-বাছাই করে অনুষ্ঠানের প্রচার উপযোগিতা সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান করবে;

২) বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালকের অনুপস্থিতিতে তাঁর মনোনীত উপযুক্ত প্রতিনিধি সভায় সভাপতিত্ব করবেন;

৩) কমিটি কমপক্ষে ০৮ (আট) জন সদস্য উপস্থিত থাকলে কমিটির কোরাম পূর্ণ হবে;

৪) বাংলাদেশ টেলিভিশন ভবনের প্রিভিউ কক্ষে প্রয়োজন অনুযায়ী সভা/প্রিভিউ অনুষ্ঠিত হবে;

৫) বাংলাদেশ টেলিভিশন প্যাকেজ প্রিভিউ কমিটির কোনো সম্মানিত সদস্য বেসরকারি উদ্যোগে বিটিভির জন্য কোনো অনুষ্ঠান নির্মাণে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত থাকতে পারবেন না । এছাড়া, বিটিভির নিজস্ব কোনো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ টেলিভিশন প্রিভিউ কমিটির সভাপতির অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে;

৬) কোনো সদস্যপদ শূন্য হলে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব দিবেন।

২। এ সংক্রান্ত তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখের ১৫.০০.০০০০.০২৪.০৬.০১৬.১১-৫৭৫ সংখ্যক অফিস আদেশসহ পূর্ববর্তী প্রজ্ঞাপন বাতিল বলে গণ্য হবে।

৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ শরিফুল হক
উপসচিব।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
[কাস্টমস: রপ্তানি ও বন্ড শাখা]

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২০ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/০৫ ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৬০/২০২৪/কাস্টমস/৫৬৬**—কাস্টমস আইন, ২০২৩ এবং ধারা ১২(২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ঢাকায় অবস্থিত মেসার্স বেলাজিও লিমিটেড (বন্ড লাইসেন্স নং-১৭৪১/কাস-এসবিডব্লিউ/২০১৫, তারিখ: ০৬-১২-২০১৫ খ্রি:) নামীয় শুল্কমুক্ত বিপণীর অনুকূলে ২০২৪–২০২৫ অর্থবছরের জন্য নিম্নবর্ণিত আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ করিল, যথা:

ক্র.নং	আমদানিকৃত পণ্য	বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা (মার্কিন ডলার)
১.	সিগারেট, সিগার ও টোব্যাকো	১,৩৫,০০০.০০
২.	লিকার ও অন্যান্য ড্রিংকস (মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অনুমতি সাপেক্ষে)	৫০,০০০.০০
৩.	কসমেটিক্স ও টয়লেট্রিজ সামগ্রী	৫,০০০.০০
৪.	কনফেকশনারী, ইলেক্ট্রনিক্স, গিফট আইটেম, জুয়েলারী ও নন অ্যালকোহলিক বেভারেজ	৫,০০০.০০
	সর্বমোট	১,৯৫,০০০.০০ (এক লক্ষ পঁচানব্বই হাজার) মার্কিন ডলার

নং **৬১/২০২৪/কাস্টমস/৫৬৭**—কাস্টমস আইন, ২০২৩ এবং ধারা ১২(২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, সিলেট এ অবস্থিত মেসার্স বেলাজিও লিমিটেড নামীয় শুল্কমুক্ত বিপণী (বন্ড লাইসেন্স নং-৪/কাস-এসবিডব্লিউ/২০১৮, তারিখ: ২৯-০৭-২০১৮ খ্রি:) নামীয় শুল্কমুক্ত বিপণীর অনুকূলে ২০২৪–২০২৫ অর্থবছরের জন্য নিম্নবর্ণিত আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ করিল, যথা:

ক্র.নং	পণ্যের বিবরণ	২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের জন্য বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা (মার্কিন ডলার)
১.	সিগারেট, সিগার ও টোব্যাকো	৪৫,০০০.০০
২.	লিকার ও অন্যান্য ড্রিংকস (মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অনুমতি সাপেক্ষে)	১৫,০০০.০০
৩.	কসমেটিক্স ও টয়লেট্রিজ সামগ্রী	৫,৫০০.০০
৪.	কনফেকশনারী, ইলেক্ট্রনিক্স, গিফট আইটেম, জুয়েলারী ও নন অ্যালকোহলিক বেভারেজ	৫,৫০০.০০
	সর্বমোট	৭১,০০০.০০ (একাত্তর হাজার) মার্কিন ডলার

নং **৬২/২০২৪/কাস্টমস/৫৬৮**—কাস্টমস আইন, ২০২৩ এবং ধারা ১২(২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, চট্টগ্রাম এ অবস্থিত মেসার্স এম্পোরিয়াম ডিউটি ফ্রি নামীয় প্রতিষ্ঠানের (বন্ড লাইসেন্স নং-৫(১৩)কাবক/চট্ট:/শুল্কমুক্ত বিপনী/লাই:/০৩/২০১৩, তারিখ: ২১-০১-২০১৩ খ্রি:) এর অনুকূলে ২০২৪–২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা প্রদান করা হলো:

ক্র.নং	পণ্যের বিবরণ	২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের জন্য বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা (মাঃ ডঃ)
01.	Cigarettes & Tobacco	১৪,০০০.০০
02.	Alcoholic Beverage (Liquor, Beer,Wine)	৪৩,০০০.০০
03.	Cosmetic and Toiletries	৫,০০০.০০
04.	Beverage (Non-Alcoholic), Confectionary, Electronics, Gift ltem	১০,০০০.০০
	মোট	৭২,০০০.০০ (বাহাত্তর হাজার) মার্কিন ডলার

এইচ এম আহসানুল কবীর
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমস: রপ্তানি ও বন্ড)।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
অগ্নি-২ শাখা

তারিখ: ১২ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৭ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

"ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মচারীগণের বদলি ও পদায়ন নীতিমালা, ২০২৩ (সংশোধিত-২০২৪)"

নং ৫৮.০০.০০০০.০৫৩.২২.০০৪.২১-৩২৬—Rules of Business, 1996 এর Rule 4(ix) (a) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মচারীগণের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার সর্বোচ্চ ব্যবহার, সরকারি স্বার্থকে অগ্রাধিকার প্রদান, কর্মীকল্যাণ, সদাচরণ, সুশৃঙ্খল কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকল্পে "ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মচারীগণের বদলি ও পদায়ন নীতিমালা, ২০২৩" নিম্নরূপ সংশোধন করা হইল:

১. **শিরোনাম:**

১.১ এই নীতিমালা "ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মচারীগণের বদলি ও পদায়ন নীতিমালা, ২০২৩ (সংশোধিত-২০২৪)" নামে অভিহিত হইবে।

২. **লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:**

২.১ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার সর্বোচ্চ ব্যবহার, কর্মীকল্যাণ ও সদাচরণ বিবেচনার মাধ্যমে জনপ্রশাসনে কাজের গতিশীলতা আনয়ন ও নাগরিক বান্ধব সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ।

৩. **প্রয়োগ ও প্রবর্তন:**

৩.১ এই নীতিমালা জারির তারিখ হইতে কার্যকর হইবে;

৩.২ অধিদপ্তরের অস্থায়ী/স্থায়ী পদে কর্মরত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্য এই নীতিমালা অনুসৃত হইবে;

৩.৩ উন্নয়ন প্রকল্পে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত/আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবা গ্রহণ নীতিমালা' ২০১৮ এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত/দৈনিকভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত/প্রেষণে নিয়োজিত কর্মীগণের বদলি/পদায়নের ক্ষেত্রে এই নীতিমালায় বর্ণিত শর্তসমূহ প্রতিপালনের বাধ্যবাধকতা থাকিবে না;

৩.৪ সরকারি/প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ এই নীতিমালায় বর্ণিত সিদ্ধান্তের ভিন্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৪. **সজ্ঞা:**

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী অন্য কোনো কিছু না থাকিলে, এই নীতিমালায়–

৪.১ 'মহাপরিচালক' বলিতে বুঝাইবে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মহাপরিচালক;

৪.২ 'অধিদপ্তর' বলিতে বুঝাইবে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর;

৪.৩ 'কর্মচারী' বলিতে বুঝাইবে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মচারী;

৪.৪ 'নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ' বলিতে "কর্মকর্তা ও কর্মচারী (বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর) নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯৯"-এ বর্ণিত নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ;

৪.৫ 'বিভাগীয় কর্মকর্তা' বলিতে বুঝাইবে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বিভাগীয় উপপরিচালক;

৪.৬ 'অপারেশনাল সদস্য' বলিতে অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইন ২০০৩ এর ধারা ২ এর (খ) বর্ণিত অপারেশনাল কাজে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে বুঝাইবে।

৫. **বদলির ক্ষেত্রে বিবেচ্য শর্তাবলি:**

৫.১ সাধারণ শর্তাবলি:

৫.১.১ ৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তাদের বদলি/পদায়নের বিষয়টি অধিদপ্তর হইতে প্রাপ্ত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিষ্পন্ন হইবে;

৫.১.২ এই নীতিমালার অধীন কোনো কর্মকর্তা- কর্মচারীকে নিজ জেলায় বদলি/পদায়ন করা যাইবে না ; তবে সরকার ঘোষিত তিন পার্বত্য জেলা (রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি) এবং ১৬টি হাওড়/দ্বীপ/চর উপজেলার স্থায়ী অধিবাসী এমন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নিজ উপজেলার নিকটবর্তী উপজেলায় বদলি/পদায়ন করা যাইবে;

৫.১.৩ প্রশাসনিক জটিলতা সৃষ্টির আশংকা না থাকিলে গ্রেড-১৬ হইতে গ্রেড-২০ এ কর্মরত 'নন-অপারেশনাল' সদস্যগণের ক্ষেত্রে উপানুচ্ছেদ ৫.১.২ এ বর্ণিত শর্ত শিথিল করা যাইবে;

৫.১.৪ একই কর্মস্থলে কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীর চাকরিকাল একাধারে ০৩ (তিন) বৎসরের অধিক হইলে বদলীযোগ্য হইবে, তবে প্রশাসনিক/মানবিক কারণে শিথিলযোগ্য;

৫.১.৫ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং কমপ্লেক্স এর পদসমূহে (অফিস স্টাফ ব্যতীত) পদায়নের ক্ষেত্রে যাহারা মাঠ পর্যায়ের দপ্তর/ফায়ার স্টেশনে ন্যূনতম ০৩(তিন) বৎসর চাকরি করিয়াছেন তাহাদের মধ্য হইতে মেধাবী ও দক্ষ কর্মীদের বদলি/পদায়ন করা যাইবে।

৫.২ নিজ স্বার্থে বদলিঃ

৫.২.১ স্বামী-স্ত্রী চাকরিজীবী হইলে তাহাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে একই কর্মস্থলে বা নিকটবর্তী জেলা/উপজেলায় পদায়ন/বদলি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করিতে হইবে;

৫.২.২ কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের নিজের অথবা পিতা/মাতা/স্ত্রী/স্বামী/সন্তান-এর দুরারোগ্য ব্যাধির ক্ষেত্রে সুষ্ঠু চিকিৎসার স্বার্থে নিজ জেলা/সুবিধাজনক স্থানে পদায়ন করা যাইবে;

৫.২.৩ অবসরত্তোর ছুটি আরম্ভের ১৩ (তেরো) মাসের কম সময় অবশিষ্ট থাকার ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীকে–

৫.২.৩.১ জনস্বার্থে অত্যাবশ্যক না হইলে অথবা সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালনে অনুপযুক্ত বা অক্ষম বিবেচিত না হইলে আবেদনের ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোনো কর্মস্থলে বদলি করা যাইবে না ;

৫.২.৩.২ পেনশন প্রাপ্তির সুবিধার্থে তাহাকে নিজ জেলায় অথবা তাহার আবেদিত জেলায় বদলি/পদায়ন করা যাইবে;

৫.২.৩.৩ জনস্বার্থে বিঘ্নিত হইবার বা প্রশাসনিক অসুবিধা সৃষ্টি হইবার আশংকা থাকিলে অনুচ্ছেদ ৫.২.৩.২ অনুসরণের বাধ্যবাধকতা থাকিবে না।

৫.৩ জনস্বার্থে বদলিঃ

৫.৩.১ দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা আনয়নের স্বার্থে কোনো কর্মীর দক্ষতা ও পারদর্শিতা উক্ত দপ্তরের জন্য আবশ্যক বিবেচিত হইলে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাহাকে জনস্বার্থে যে-কোনো দপ্তর/স্টেশনে যে-কোনো সময়ে বদলি করিতে পারিবেন;

৫.৩.২ উক্ত পদে কর্মীর দক্ষতা, পারদর্শিতা, অভিজ্ঞতা ও সদাচরণ কর্তৃপক্ষের নিকট সন্তোষজনক বিবেচিত হইলে একই কর্মস্থলে কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীর চাকরিকাল জনস্বার্থে বিবেচনায় ৫.১.৪-এ বর্ণিত সময়কাল হইতে আরও ০১ (এক) বৎসর বৃদ্ধি করা যাইবে; **(বিলুপ্ত)**

৫.৩.৩ নতুন চালুকৃত কোনো দপ্তর/ স্টেশনের কাজের গতিশীলতা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে ন্যূনতম অর্ধেক জনবল দক্ষতা ও পারদর্শিতা বিচারে অন্যত্র হইতে বদলি করা হইবে;

৫.৩.৪ প্রশাসনিক কারণে আবশ্যিক বিবেচিত হইলে যে-কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বর্তমানে কর্মরত জেলা হইতে দূরবর্তী স্থানে বদলি করা যাইবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ৫.১-এ বর্ণিত বদলির সাধারণ সময়কাল বিবেচনা করিবার বাধ্যবাধকতা থাকিবে না;

৫.৩.৫ প্রশাসনিক কারণে অধিদপ্তরের কোনো সদস্যকে বদলি করা হইলে তিনি ০৩ (তিন) বৎসরের মধ্যে নিজস্বার্থে বদলি/পারস্পরিক বদলির আবেদন করিতে পারিবেন না;

৫.৩.৬ আর্থিক অনিয়মের জন্য শাস্তিপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসাবে বদলি/পদায়ন করা যাইবে না।

৫.৪ পারস্পরিক বদলিঃ

৫.৪.১ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীকে পারস্পরিক আবেদনের মাধ্যমে বদলি করা যাইবে, যদি–

৫.৪.১.১ উপানুচ্ছেদ ৫.১ এ বর্ণিত শর্তাবলি পালিত হয়;

৫.৪.১.২ তাহাদের উভয়ের চাকরির রেকর্ড সন্তোষজনক হয়;

৫.৪.১.৩ পারস্পরিক বদলি আবেদনে উভয়ের সম্মতি-স্বাক্ষর থাকে;

৫.৪.১.৪ যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দাখিলকৃত আবেদনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তার সুপারিশ থাকে ।

৬. পদায়নের ক্ষেত্রে বিবেচ্য শর্তাবলিঃ

৬.১ নবনিযুক্তদের পদায়নঃ

৬.১.১ নবনিযুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মৌলিক প্রশিক্ষণ শেষে অনুচ্ছেদ ৫.১ অনুসরণপূর্বক পদায়ন করা হইবে।

৬.২ পদোন্নতিপ্রাপ্তদের পদায়নঃ

৬.২.১ পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদায়নের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে কর্মঅধিক্ষেত্র পরিবর্তনযোগ্য হইবে।

৬.৩ লিয়েন/প্রেষণ/শিক্ষাছুটি হইতে প্রত্যাবর্তন শেষে পদায়নঃ

৬.৩.১ অধিদপ্তরের কোনো সদস্য লিয়েন/প্রেষণ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া অধিদপ্তরে যোগদান করিবার পর তাহাকে পূর্বের কর্মস্থল ব্যতিরেকে অন্যত্র পদায়ন করা হইবে।

৬.৩.২ অধিদপ্তরের কোনো সদস্য শিক্ষাছুটি হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তাহার অর্জিত জ্ঞান/প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন পদে পদায়ন করা হইবে।

৭. সংযুক্তির ক্ষেত্রে বিবেচ্য শর্তাবলিঃ

৭.১ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোর সীমাবদ্ধতা এবং অধীন যে- কোনো দপ্তরের দাপ্তরিক কার্যে গতিশীলতার স্বার্থে আবশ্যিক বিবেচিত হইলে কোনো কর্মীর দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, পারদর্শিতা এবং চাকরি সন্তোষজনক হওয়া সাপেক্ষে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাহাকে অনধিক ০১ বছরের জন্য সংযুক্তি আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন;

৭.২ কর্তৃপক্ষ কোনোরকম কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে-কোনো সময় সংযুক্তি আদেশ বাতিল করিতে পারিবেন।

৮. অস্পষ্টতা দূরীকরণঃ

৮.১ এই নীতিমালার কোনো অনুচ্ছেদের বিষয়ে কোনো অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হইলে সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা/সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

৯. রহিতকরণঃ

৯.১ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মচারীগণের বদলি ও পদায়ন নীতিমালা, ২০২৩ (সংশোধিত-২০২৪) কার্যকর হইবার পর হইতে সুরক্ষা সেবা বিভাগের ০৯ মে ২০২১ তারিখের ৫৮.০০.০০০০.০৫২.১৯.০০২.১৭-১৮৭ নম্বর স্মারকমূলে জারীকৃত পত্র রহিত বলিয়া গণ্য হইবে।

১০. সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জনঃ

১০.১ প্রয়োজনীয়তা ও বাস্তবতার নিরীখে যে-কোনো সময় সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই নীতিমালা পরিবর্ধন, পরিমার্জন, সংশোধন ও সংযোজন করিতে পারিবে।

১১. এই নীতিমালা জারির তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেন
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-০১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩১বঙ্গাব্দ/০৪ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

নং ৫৮.০০.০০০০.০৭৬.২৭.০২৯.২৪(অংশ-১)-৩২৯—যেহেতু, জনাব মো: হাবিবুর রহমান, সাবেক জেলার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কারাগার (বর্তমানে টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে কর্মরত) এর বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধি অনুযায়ী বিভাগীয় মামলা নং ১২/২০২৪ রুজু করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়। অভিযুক্ত ১১-১১-২০২৪ তারিখে উক্ত অভিযোগনামার জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির জন্য প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, গত ০৪-১২-২০২৪ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং অভিযুক্ত কর্তৃক প্রদত্ত অভিযোগনামার জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে অভিযুক্ত ও রাষ্ট্রপক্ষের নথি উপস্থাপনকারী কর্মকর্তার জবানবন্দী ইত্যাদি সন্তোষজনক বিবেচিত হয়; এবং

সেহেতু, জনাব মো: হাবিবুর রহমান, সাবেক জেলার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কারাগার (বর্তমানে টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে কর্মরত) কে তাঁর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলা নং-১২/২০২৪ এর দায় হতে অব্যহতি প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেন
সিনিয়র সচিব।

বহিরাগমন-৪ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩১/০৮ ডিসেম্বর ২০২৪

নং ৫৮.০০.০০০০.০৪৩.৩১.০৩১.১১.৩৮৮—যেহেতু, জনাব মাসুম হাসান, উপপরিচালক, বেসিক ক্লিয়ারেন্স শাখা, পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স, উত্তরা, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর-কে তুরাগ থানায় দায়েরকৃত ০৯/২০২৪ নং মামলায় ০৪-১২-২০২৪ তারিখে গ্রেফতারপূর্বক আদালতে সোপর্দ করা হয়;

২। সেহেতু, জনাব মাসুম হাসান, উপপরিচালক, আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, টাঙ্গাইল (সংযুক্ত: পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স, উত্তরা)-কে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ৩৯ (২) এর বিধান মোতাবেক পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার হওয়ার তারিখ অর্থাৎ ০৪-১২-২০২৪ তারিখ হতে সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।

৩। সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

৪। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেন
সিনিয়র সচিব।

জননিরাপত্তা বিভাগ
শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ১০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১/২৫ নভেম্বর ২০২৪

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০৯৫.২০২৪-৬২৩—যেহেতু, আপনি জনাব মোস্তাক আহম্মেদ (বিপি-৬৬৮৯০০৯৩২৪), পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার, সিরাজগঞ্জ ইতঃপূর্বে অফিসার ইনচার্জ হিসাবে পার্বতীপুর থানা, দিনাজপুর-এ থাকাকালীন পার্বতীপুর থানার এসআই জনাব আঙ্গুর মিয়া কর্তৃক গত ০৭-০৬-২০১৭ তারিখ জনৈক সাদেকুল ইসলামকে একটি হত্যা মামলায় জড়িত সন্দেহে গ্রেফতার করে ১০,০০০/- টাকা উৎকোচ নিয়ে কোনোরূপ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করে ছেড়ে দেয়া হয়। আপনার নির্দেশে এসআই জনাব আঙ্গুর মিয়া কর্তৃক গত (০৫-০৬) .০১. ২০১৭ তারিখ জনৈক মোঃ সোহরাব হোসেন পলিনকে ০১ পিস ইয়বাসহ আটক করে কোনোরূপ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করে ছেড়ে দেয়া হয়। আপনার নির্দেশে এসআই জনাব আঙ্গুর কর্তৃক গত ২১-০৭-২০১৭ তারিখ সন্ধ্যায় জনৈক মাজেদুল ইসলাম ও আরমান (সৈনিক হিসাবে চট্টগ্রাম সেনানিবাসে কর্মরত) দ্বয়কে আটক করে কোনোরূপ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করে ছেড়ে দেয়া হয়। পার্বতীপুর থানার অধিবাসি জনৈক নন্দলাল জমি-জমা বিরোধ সংক্রান্ত ঘটনায় আহত হয়ে ০৪টি জখমি সনদপত্রসহ থানায় অভিযোগ দায়ের করতে এলে আপনি এ বিষয়ে কোনোরূপ মামলা রেকর্ড/যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। আপনাকে বর্ণিত অভিযোগসমূহের বিষয়ে অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা ডিএডপিএস-১, রংপুর জোন কর্তৃক ৪ বার অনুসন্ধানের জন্য পত্র প্রেরণ করা সত্ত্বেও উক্ত কার্যালয়ে হাজির হননি। উল্লিখিত অভিযোগসমূহের মধ্যে জনৈক মোঃ সোহরাব হোসেন পলিনকে ০১ পিস ইয়াবাসহ আটক করে কোনোরূপ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করে ছেড়ে দেয়ার অভিযোগ তদন্ত ও সাক্ষ্য প্রমাণে প্রমাণিত হওয়ায় আপনি জনাব মোস্তাক আহম্মেদ (বিপি-৬৬৮৯০০৯৩২৪), পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার, সিরাজগঞ্জ ও সাবেক অফিসার ইনচার্জ, পার্বতীপুর থানা, দিনাজপুর-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি নং-৪(৩) (ক) মোতাবেক গুরুদণ্ড হিসাবে "০১ বছরের জন্য নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ" এর আদেশ প্রদান করা হয়। প্রদত্ত দণ্ডে সংক্ষুব্ধ হয়ে আপনি এ বিভাগে আপিল আবেদন করেন; এবং

২। যেহেতু, আপনার আবেদন অনুযায়ী গত ২০-১১-২০২৪ তারিখ আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে আপিলকারী কর্মকর্তা হিসাবে আপনি আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক দণ্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন; এবং

৩। যেহেতু, আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, দাখিলকৃত লিখিত জবাব, আপিল শুনানিকালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত; এবং

৪। যেহেতু, অভিযোগের ধরণ, গুরুত্ব ও মাত্রা বিবেচনায় প্রদত্ত দণ্ড মাত্রাতিরিক্ত প্রতীয়মান হওয়ায় ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত উক্ত দণ্ড হ্রাস করা আবশ্যক মর্মে প্রতীয়মান হয়;

৫। সেহেতু, আপনি জনাব মোস্তাক আহম্মেদ (বিপি-৬৬৮৯০০৯৩২৪), পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার, সিরাজগঞ্জ ও সাবেক অফিসার ইনচার্জ, পার্বতীপুর থানা, দিনাজপুর-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি নং-৪(৩) (ক) মোতাবেক গুরুদণ্ড হিসাবে "০১ বছরের জন্য নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ" এর দণ্ডাদেশ হ্রাস করে বিধি-৪(২) (ক) মোতাবেক "তিরস্কার" লঘুদণ্ডের আদেশ প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০৯৮.২৪-৬২৪—যেহেতু, জনাব আপনি মুহাম্মদ মাজেদুর রহমান (বিপি-৭৬০১০১০৪৪২) পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র) বর্তমানে অফিসার ইনচার্জ, ঈশ্বরগঞ্জ থানা, ময়মনসিংহ জেলা ইতঃপূর্বে নেত্রকোনা জেলার মদন থানার অফিসার ইনচার্জ হিসেবে থাকাকালে এএসআই কামরুজ্জামানকে, কামরুল মিয়া ও তাসলিমা আক্তারকে থানায় নিয়ে আসার জন্য নির্দেশ দেন। নির্দেশ মোতাবেক এএসআই কামরুজ্জামান ভিকটিমদ্বয়কে থানায় নিয়ে আসেন। পরবর্তীতে আপনি নিজে স্থানীয় চেয়ারম্যানের জিম্মায় ভিকটিম' দ্বয়কে ছেড়ে দেন এবং এএসআই কামরুজ্জামানকে বিষয়টি জিডিতে নোট দিতে বলেন কিন্তু এএসআই কামরুজ্জামান বিষয়টি জিডিতে নোট দেননি। অফিসার ইনচার্জ হিসাবে থানার যাবতীয় কার্যক্রমের দায়-দায়িত্ব আপনার উপর বর্তায়। আপনি এএসআই পদমর্যদার অফিসারের উপর দায়িত্ব দিয়ে তা যাচাই-বাছাই না করে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন। ভিকটিমকে থানায় নিয়ে আসা এবং পরবর্তীতে আবার থানা থেকে জিম্মায় ছেড়ে দেওয়ার বিষয়ে জিডিতে নোট দেওয়ার কাজ আপনি থানায় উপস্থিত থেকে না করে এএসআই এর উপর দায়িত্ব দেন। পরবর্তীতে এএসআই বিষয়টি জিডিভূক্ত করেছেন কিনা এমনকি আপনি তাও যাচাই-বাছাই করেননি। মূলত আপনি এএসআই এর উপর নির্ভরশীল ছিলেন, যা একজন অফিসার ইনচার্জ হিসাবে দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতার পরিচয় দেন। আপনার বক্তব্য গ্রহণ যোগ্য নয়। রাষ্ট্রপক্ষের কর্মকর্তা মতামত প্রদান করেন। পরবর্তীতে আপনি নিজেই কামরুল মিয়া চেয়াম্যানের জিম্মায় ছেড়ে দেন। বিষয়টি জিডি করার জন্য তিনি এএসআই কামরুজ্জামানকে নির্দেশ দেন। কিন্তু এএসআই কামরুজ্জামান বিষয়টি জিডিভূক্ত করেছে কিনা তা তিনি যাচাই করেননি। একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার ইনচার্জ হিসেবে এএসআই এর উপর জিডি করার দায়িত্ব দিয়ে দায়িত্বহীণতার পরিচয় দিয়েছেন। এছাড়াও আপনি চাকরিজীবনে কোনো গুরুদণ্ড প্রাপ্ত না হলেও চাকরিজীবনে ২৭টি লঘুদণ্ড প্রাপ্ত হয়েছেন, যা আপনি আপিল আবেদনে উল্লেখ করেননি। জনাব মুহাম্মদ মাজেদুর রহমান (বিপি-৭৬০১০১০৪৪২) পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র) বর্তমানে অফিসার ইনচার্জ, ঈশ্বরগঞ্জ থানা, ময়মনসিংহ-কে দোষী সাব্যস্ত করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩) (ক) মোতাবেক গুরুদণ্ড হিসেবে '০৩(তিন) বছরের জন্য নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ" এর আদেশ প্রদান করা হয়। প্রদত্ত দণ্ডে সংক্ষুব্ধ হয়ে আপনি এ বিভাগে আপিল আবেদন করেন; এবং

২। যেহেতু, আপনার আবেদন অনুযায়ী গত ২০-১১-২০২৪ তারিখ তার আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে আপনি আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক দণ্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন;

৪। যেহেতু, আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের গুরুত্ব ধরণ ও মাত্রা বিবেচনায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে আপনাকে তিরস্কার দণ্ডে দণ্ডিত করা সমীচীন মর্মে প্রতীয়মান হয়;

৫। সেহেতু, জনাব মুহাম্মদ মাজেদুর রহমান (বিপি-৭৬০১০১০৪৪২), পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), বর্তমানে অফিসার ইনচার্জ, ঈশ্বরগঞ্জ থানা, ময়মনসিংহ-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩) (ক) মোতাবেক গুরুদণ্ড হিসাবে '০৩ (তিন) বছরের জন্য নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ" এর দণ্ডাদেশ মাত্রাতিরিক্ত প্রতীয়মান হওয়ায় দণ্ডাদেশ হ্রাস করে বিধি-৪(২)(ক) মোতাবেক লঘুদণ্ড হিসেবে "তিরস্কার" এর আদেশ প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.১৩৪.২০২৪-৬২৫—যেহেতু, আপনি জনাব শাহ মোঃ হারুন অর রশীদ (বিপি-৭২৯৮০৯৪৮৯৪), পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ-২, গাজীপুর ইতঃপূর্বে অফিসার ইনচার্জ হিসাবে জালালাবাদ থানা, এসএমপি, সিলেট-এ থাকাকালে প্রশাসনিক কারণে আপনাকে শিল্প পুলিশে বদলিপূর্বক তাৎক্ষণিকভাবে অবমুক্তের আদেশ প্রদান করা হয়। আপনি অফিসার ইনচার্জ হিসাবে পদায়নকৃত পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র) জনাব অকিল উদ্দিন আহমেদ এর নিকট থানার দায়িত্বভার হস্তান্তর না করে অসুস্থতার অজুহাতে গত ০১-০৬-২০১৯ হতে ০৭-০১-২০২০ তারিখ পর্যন্ত চিকিৎসার উদ্দেশ্যে গমন করেন। আপনি দীর্ঘ ২২১ দিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শে বিশ্রামে থাকার বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেননি। এছাড়া আপনার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন গরহাজির থাকার পর ০৭-০১-২০২০ তারিখ অপরাহ্নে পুলিশ কমিশনার, এসএমপি, সিলেট এর কার্যালয়ে হাজির হয়ে স্টেনোগ্রাফার জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফার নিকট Back Date-এ অর্থাৎ ৩০-০৫-২০১৯ তারিখ স্বাক্ষরিত আর্টিকেল ৪৭ দাখিল করার অভিযোগ। উল্লিখিত অভিযোগে আপনাকে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩) (ক) মোতাবেক গুরুদণ্ড হিসেবে "২ (দুই) বছরের জন্য নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ" এর আদেশ প্রদান করা হয়। প্রদত্ত দণ্ডে সংক্ষুব্ধ হয়ে আপনি এ বিভাগে আপিল আবেদন করেন; এবং

২। যেহেতু, আপনার আবেদন অনুযায়ী গত ২০-১১-২০২৪ তারিখ আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে আপিলকারী কর্মকর্তা হিসাবে আপনি আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক দণ্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন; এবং

৩। যেহেতু, আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, দাখিলকৃত লিখিত জবাব, আপিল শুনানিকালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়;

৪। সেহেতু, আপনি জনাব শাহ মোঃ হারুন অর রশিদ (বিপি-৭২৯৮০৯৪৮৯৪), পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ-২, গাজীপুর ও সাবেক অফিসার ইনচার্জ, জালালাবাদ থানা, এসএমপি, সিলেট-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)(ক) মোতাবেক গুরুদণ্ড হিসাবে "২(দুই) বছরের জন্য নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ" এর দণ্ডাদেশ সার্বিক পর্যালোচনায় মওকুফ করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.১০৬.২৪-৬২৬—যেহেতু, আপনি জনাব এস, এম, বায়জীদ ইবনে আকবর (বিপি-৯২১৭১৯৫২৫৫) সাবেক সহকারী পুলিশ কমিশনার, কেএমপি, খুলনা ও বর্তমানে সহকারী পুলিশ সুপার, এসবি, ঢাকা। গত ২৪-০৮-২৩ তারিখ জানতে পারেন যে, আপনার শ্বশুর বাড়িতে (খালিশপুর, খুলনা) অনেক কলহ হচ্ছে। আপনার শ্বশুরদের পক্ষের সাথে একরামুল হক ও ফেরদৌস গংদের দীর্ঘদিনের জমিজমা নিয়ে বিরোধ রয়েছে। আপনি দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখতে পান সেখানে দুইপক্ষের আনুমানিক ৪০ জন লোকের মধ্যে ধাক্কা-ধাক্কি এবং বাক বিতন্ডা হচ্ছে। তখন আপনি উভয়পক্ষকে শান্ত হতে বলে একপর্যায়ে মোল্লা আজমল হক (প্রতিবেশী) কে একটি চড় মারেন এবং উভয়পক্ষকে মারামারি না করে জমিজমা নিয়ে কোন সমস্যা থাকলে কোর্টের মাধ্যমে তা সমাধান করতে বলেন। পরবর্তীতে উক্ত ঘটনা নিয়ে বাদী-বিবাদীসহ স্থানীয় গণ্যমাণ্য ব্যক্তিদের নিয়ে বৈঠক হয়। বৈঠকে আপনি ভূল স্বীকার করে আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করে মোল্লা আজমল হকের নিকট ক্ষমা চান; এবং

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা কারণ দর্শানোর জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন। তদপ্রেক্ষিতে অভিযুক্তের ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তার কারণ দর্শানোর জবাব এবং প্রাসঙ্গিক সকল তথ্যাদি পর্যালোচনা করে অভিযুক্তের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য এবং অভিযোগের সত্যতা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি দেয়া যায়;

৩। সেহেতু, জনাব এস, এম, বায়জীদ ইবনে আকবর (বিপি-৯২১৭১৯৫২৫৫) সাবেক সহকারী পুলিশ কমিশনার, কেএমপি, খুলনা ও বর্তমানে সহকারী পুলিশ সুপার, এসবি, ঢাকা। গত ২০-১১-২০২৪ তারিখ আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, আত্মপক্ষ সমর্থনে তার লিখিত জবাবসমূহ, ব্যক্তিগত শুনানীতে উভয়পক্ষের বক্তব্য, অভিযোগ সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রাদি বিচার বিশ্লেষণ করে বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেন
সিনিয়র সচিব।